

ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার দলীলগুলির
মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেবের
(রেজালের উদ্ধৃতি দিয়ে) দেওয়া

জবাব এর জবাব

মাওলানা আবদুস সাত্তার কালাবগী

ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার
দলীলগুলির মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেবের
(রেজালের উদ্ধৃতি দিয়ে) দেওয়া

জবাব এর জবাব

মাওলানা আবদুস সাত্তার কালাবগী

ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার
দলীলগুলির মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেবের
(রেজালের উদ্ধৃতি দিয়ে) দেওয়া

জবাব এর জবাব

লেখক :

মাওলানা আব্দুস সাত্তার কালাবগী
গ্রাম+পোস্ট : কালাবগী,
থানা : দাকোপ, জেলা : খুলনা।
মোবাইল :
০১৭২০-৪৭৯৮৭৬, ০১৯৩৮-০২৩২০৬

সম্পাদনায় :

সৈয়দ মুজিবুর রহমান, (প্রাক্তন প্রভাষক)
মোবাইল : ০১৯৬৪-৯১৫৫৯১

প্রকাশকাল :

২য় প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১৩

অক্ষর বিন্যাশ :

দেশ কম্পিউটার
৪৪/৩ শামসুর রহমান রোড,
খুলনা

মুদ্রণে :

নিও কনসেপ্ট লিঃ চট্টগ্রাম।
ফোন : ০৩১-৬১২১৪২

মূল্য : ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ টাকা)

প্রাপ্তিস্থান :

লাকী স্টোর

২০, শজ্জ মার্কেট খুলনা।
মোবাইল : ০১৭১২-০৫১০০৫

আহলে হাদীস জামে মসজিদ

পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা।
ফোন : ০৪১৭৬২৪৪২, ০১১৯৯-৩৫৪০৪৮

তাওহীদ পাবলিকেশন

৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন,
ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১১৯০-৩৬৮২৭২

হুসাইন আল মদানী প্রকাশনী

৩৮, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, ঢাকা।
ফোন : ০২৭১১৪২৩৮ ০২৯৫৬৩১৫৫,

আহলে হাদীস লাইব্রেরী

২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা।
ফোন : ০২৭১৬৫১৬৬, ০১৯১৫-৬০৪৫৯৮

আহলে হাদীস জামে মসজিদ

দক্ষিণ খুলশী জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৯১১-৭৯৩২৮০

শাহীন লাইব্রেরী

ফতেহ আলী মসজিদ (গেট সংলগ্ন) বগুড়া
মোবাইল : ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮

আন-নূর ইসলামিক লাইব্রেরী-জি-১২

সুবাস্থ নজর ডেলি-শাহজাদপুর
গুলশান, ঢাকা-১২১২
মোবাইল : ০১৮১৭-৫২৬৪২৩

ইসলামিয়া লাইব্রেরী

(আহলে হাদীস মসজিদ)
৬৫নং উত্তর চাষড়া
নারায়নগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৯১৩-৯৫৮২৫৬

পাঠকের উদ্দেশ্যে

হক্ক এবং বাতিলের সংঘাত সৃষ্টির শুরু থেকেই। কিন্তু হক্কের মোকাবেলায় বাতিল কখনও জয় লাভ করেনি। ইমামের পিছনে সুরা-ফাতেহা পড়া রাসূল (সঃ) এর সাহীহ হাদীস এবং তাঁর যুগান্তকারী আদর্শে উজ্জীবিত সাহাবীদের আসার, আর সাহাবীদের উজ্জ্বল আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী তাবয়ীদের ফতোয়া ও তাঁদের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত তাবে-তাবেঈনের যত্নমত এবং এদেরই সুযোগ্য উত্তর স্তরী আইম্মায়ে সালাসা, জমহরে সালাফ ও খালফ এবং ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ এবং হানাফী মাযহাবের বড় বড় পন্ডিতদের- এমন কি হানাফী মাযহাবের বরণ্য ফেকাহর কেতাবেও ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়া আবকাশের তারকারাশির মত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

(আমার লেখা “ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার দলিল আবকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল নামক বইটিতে আমি তা একের পর এক সাজিয়েছি এক নজরে দেখার অনুরোধ রইল।) এরই ধারাবাহিকতায় শায়খ মুফতী মুনির উদ্দিন সাহেব ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়লে মুক্তাদীর নামায হয় না। এই মর্মে বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, বায়হাকী, মেশকাত হতে ৫টি দলিল দিয়ে একটি লিফলেট লিখে প্রচার করে ছিলেন।

এর বিরোধিতায় মুফতী ওয়াফ্বাস আলী সাহেব তাদের মাযহাবে পড়া যায় না বলে ঐ ৫টি সহীহ হাদীসের রেজালের উদ্ধৃতির মাধ্যমে মনগড়া জবাব দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, শায়খ মুমিন উদ্দিনের পেশ কৃত হাদীস গুলি সহীহ নয়। সেই জবাবের জবাব আমি রেজাল শাস্ত্র এবং তাদের ঐ বড় বড় পন্ডিতদের উদ্ধৃতি-এমন কি তাদেরই বরণ্য ফেকাহর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছি যে, ঐ জবাব সঠিক নয়- সত্যের অপলাপ মাত্র। বরং ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার দলিল গুলি যেটা শায়খ মুনির উদ্দিন দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক। আমার বই টি সম্পূর্ণ পড়লে আরও জানতে পারবেন যে, কিছু কিছু মাযহাবী মুফতী সাহেবরা হাদীস মাযহাবী মাছলার পক্ষে আনার জন্য কিভাবে হাদীসের মধ্যে সুফ্র চুরির পথ বেছে নিয়েছেন যা সাধারণ পাঠকদের ধরা কখনও সম্ভব নয়। “আল্লাহ আমাদের সকল মুসলিম ভাইদেরকে নামধারী মুফতীদের হাত হতে রক্ষা করে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দিন। -আমীন।

আব্দুস সাত্তার কালাবগী

শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেবের লেখা লিফলেট

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে মুক্তাদীর সালাত হবে না।

হাদীস শাস্ত্রে হাফিজুল হাদীস মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (রঃ) স্বীয় বুখারী শরীফে উল্লেখিত বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেন।

باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر ... (الخ)
অর্থঃ (৪৮৭ নং অনুচ্ছেদ) সব সালাতেই ইমাম ও মুক্তাদীর কিরাআত পড়া জরুরী (বা ফরজ) মুকীম অবস্থায় হউক বা সফরে, সশব্দে কিরাআতের সালাত হউক বা নিঃশব্দের, সব সালাতেই ইমাম ও মুক্তাদীর কিরাআত পড়া জরুরী। (বুখারী শরীফ ২য় খন্ড ১০৪) এই অনুচ্ছেদের প্রমাণে ইমাম বুখারী (রঃ) নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি দলীল হিসাবে পেশ করেন।

عن عبادة بن الصامت (رض) ان رسول الله (ص) قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
১। হযরত ইবাদা বিন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না তার সালাত হলোনা। (বুখারী, মুসলীম, আবুদাউদ, তিরমিজি, নাসায়ী ও ইবনে মাযা। বাংলা বুখারী ২য় খন্ড হাঃ নং ৭২০ ইঃ ফাঃ)
নোটঃ রাসূলের ঘোষণা অনুযায়ী সকল মুসুল্লী এই হুকুম এর অন্তর্ভুক্ত, সে ইমাম হউক বা মোক্তাদি হোক।

عن عبادة بن الصامت (رض) قال كنا خلف النبي (ص) في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم يا رسول الله (ص) قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.

২। হযরত উবাদা বিন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে ফজরের সালাতে জামায়াতে শরিক ছিলাম। সালাতে কুরআন পাঠের সময় তার কিরাআত তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। সালাত শেষে তিনি বললেন সম্ভবতঃ তোমরা ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করেছ। আমরা বলি, হাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ। তখন তিনি বলেন, তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ করবে না। কেননা যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বেনা, তার সালাত হবেনা। (আবু দাউদ, নাহাঈ, তিরমিজি ইবনে মাযাহ। মেশকাত ২য় খন্ড হাঃ নং ৭৯৪ আরাফাত পাঃ)

৩।

عن أبي هريرة (رض) عن النبي (ص) قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام فقيل لابي هريرة انا نكون وراء الامام فقال اقراهما في نفسك.

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়লনা তার সালাত খেদাজ তুল্য (অর্থাৎ বাতিল)। আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞাসা করা হল আমরা ইমামের পিছনে থাকলে কি করবো? উত্তরে তিনি বললেন তোমরা মনে মনে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। (মুসলিম, মেশকাত ২য় খন্ড হাঃ নং ৭৬৬ আরাফাত পাঃ)

৪।

عن ابى هريرة (رض) قال صلى رسول الله (ص) ثم اقبل علينا بوجهه فقال أتقرأون خلف الامام بشي؟ فقال بعضهم تقرأ وقال بعضهم لا نقرأ فقال اقرأوا بفا تحة الكتاب

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন রাসূল (সঃ) সালাতের পর আমাদের দিকে ফিরে বললেন তোমরা কি ইমামের পিছনে কিছু পড়? উত্তরে আমরা বললাম পড়ি আর কেউ বললেন আমরা পড়িনা। অতঃপর রাসূল (সঃ) বললেন, তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। (ইমাম বুখারীর যুযউল কিরাআত ইমাম বায়হাকীর কিতাবুল কিরাত ৫১ পৃঃ)।

৫।

عن عبادة بن الصامت (رض) قال صلى بنا رسول الله (ص) بعض الصلوات التي يجهر فيها القراءة قال فالتبست عليه القراءة فلما انصرف اقبل علينا بوجهه فقال هل تقرأون اذا جهرت بالقرآن فقال بعضنا انانصنع ذلك قال فلا تقرأوا بشئ من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن .

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন এক ওয়াক্তের সালাতে আমাদের ইমামতি করেন যার মধ্যে উচ্চঃস্বরে কিরাআত পাঠ করতে হয়। রাবী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিরাত পাঠের সময় আটকে যান। অতঃপর সালাত শেষে তিনি সমবেত মুসল্লীদের লক্ষ্য করে বললেন আমি যখন উচ্চঃস্বরে কিরাআত পাঠ করেছিলাম তখন তোমরাও কি কিরাআত পাঠ করেছ? জবাবে কেউ বললেন হ্যাঁ আমরাও কিরাআত পাঠ করেছি। তখন তিনি বলেন, এইরূপ আর কখনও করবেনা কিন্তু আমি সালাতের মধ্যে উচ্চঃস্বরে যখন কিরাআত পাঠ করি, তখন তোমরা সূরা ফাতেহা ব্যতীত অন্য কোন কিছু পাঠ করবেনা। (নাসাঈ, আবুদাউদ ১ম খন্ড হাঃ নং ৮২৪ ইঃফাঃ)

শায়খ মোঃ মুনির উদ্দীন
খতীব, আহলে হাদীস জামে মসজিদ
পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা।

মুফতী ওয়াক্বাস আলী সাহেবের দেওয়া জবাব

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

হানাফী গণের পক্ষ থেকে আহলে হাদীসের শায়খ মোঃ মুনির উদ্দিনের দাবী
(মুজাদী সুরা ফাতেহা পাঠ না করলে সালাত হবে না) খন্ডন।

দীন দরদী মুসলিম ভাই ও বোনদের খেদমতে আরজ করছি যে, সম্প্রতি আহলে হাদীসের শায়খ মোঃ মুনির উদ্দিন “ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পাঠ না করলে মুজাদির সালাত হবে না” শিরনামে একটি ছোট লিফলেট মুসলিম জনতার মাঝে বিতরণ করে কোরআন, হাদীস অপরিপক্ক হানাফী ভাইদের মনে এক সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। তাই নিরিহ মুসলিম ভাই-বোনদেরকে এই সংশয়ের ফেতনা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আমি শায়খের উক্ত দাবী ও দলীলের অন্তর্নিহিত রহস্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আল্লাহ সহায়।

নোট : হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে আহলে হাদীসের দাবী হল “আমরা সহীহ হাদীসের উপর আমল করি” আর সুরা ফাতেহার ক্ষেত্রে উক্ত লিফলেটে তাদের দাবী তুলে ধরেছি যে, “সুরা ফাতেহা ছাড়া মুজাদির সালাত হবে না”। দীন দরদী মুসলিম ভাই ও বোনেরা উক্ত দাবী দুইটি স্বরণে রেখে আমরা সামনে অগ্রসর হব। শায়খ তার এই দাবিতে প্রমাণ করার জন্য মোট পাঁচটি হাদীস পেশ করেছেন। আমরা এ পাঁচটি হাদীসের প্রমাণ নির্ভর জবাব দিব।

প্রথমে ৫ নং হাদীসের জবাব : এই হাদীসটি নাসাঈ প্রথম খন্ড ১০৬/খন্ড ১০৬)পৃষ্ঠা এবং আবুদাউদ ১ম খন্ড ১১৯ পৃষ্ঠা (দিল্লি ছাফা) নাসায়ীয়ের সনদে নাফে বিন মাহমুদ এবং আবু দাউদের সনদে মুহাম্মদ বিন ইসহাক ও মাকছল রয়েছে। এই তিন ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে মুহাদ্দিসীন গণের আপত্তি রয়েছে। সুতরাং উক্ত হাদীস সহীহ নহে।

নাফে বিন মাহমুদ

* রেজাল শাস্ত্রবিদ ইবনে আদিল বার বলেন নাফে বিন মাহমুদ (مجهول)

অপরিচিত ব্যক্তি।(তাহজীবুত তাহজীব ৫ম খন্ড ৬০৫ পৃষ্ঠা)।

* রেজাল শাস্ত্রবিদ ইবনে হজর বলেন নাফে বিন মাহমুদ (مستور) অপরিচিত ব্যক্তি।(তাকবীরুত তাহজীব ২য় খন্ড ২৩৯ পৃষ্ঠা)।

* ইবনে হিব্বান তার নাম ছিকাত কিতাবে এনেছেন তবে তিনি বলেন তার বর্ণিত হাদীস ক্রটিযুক্ত। (মিব্বানুল এতেদাল ৪র্থ খন্ড ২৪২ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং নাফে বিন মাহমুদের মাধ্যমে বর্ণিত নাসাঈ শরীফের হাদীস সহীহ হতে পারেনা। আর এই ধরণের হাদীস দ্বারা দলীল দেওয়া আহলে হাদীসের দাবীর পরিপন্থীও বটে।

মুহাম্মদ বিন ইসহাক

* ইমাম নাসাই বলেন (ليس بالقوى) সে জয়ীফ রাবী। (জুয়াফাওয়াল মাতরুকা-২১১ পৃষ্ঠা)।

* রেজাল শাস্ত্র বিদ ইবনে হজর বলেন (صدوق يدلّس رمى بالتشتيع) সে তাদলীস করেন, কাদরিয়া এবং শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত। তাকরীবুত তাহজীব ২য় খন্ড ৫৪ পৃষ্ঠা)।

মাকহুল

* রেজাল শাস্ত্রবিদ ইবনে সায়াদ বলেন (ضعفه جماعة) একদল (মুহাদ্দিস) তাকে জয়ীফ বলেছেন।

* রেজাল শাস্ত্রবিদ ইমাম জাহারী বলেন (صاحب تدليس رمى با لقدر) সে মদাল্লিস রাবী, কাদরিয়া মতবাদে বিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত। মিবানুল এতেদাল ৪র্থ খন্ড ১৭৭ পৃষ্ঠা)।

এই দুইজন রাবীর কেউই নির্ভরযোগ্য নয়। উপরোক্ত উভয় জনই মুদাল্লিস আর হাদিসের নীতিমালা অনুযায়ী মুদাল্লিস ব্যক্তি (عن) শব্দ দ্বারা বর্ণনা করলে তাহা গ্রহণযোগ্য নহে।

সুতরাং রেজাল শাস্ত্রের মানদণ্ডে এই দুইজন ব্যক্তির মাধ্যমে (عن) শব্দ দ্বারা বর্ণিত আবু দাউদের হাদীসটিও সহীহ হতেপারেনা।

শায়েখের বর্ণিত ৪নং হাদীসের জবাব : এই হাদীসটি ইমাম বুখারীর লিখিত জুবাউল কেরাত এবং ইমাম বায়হাকীর লিখিত কিতাবুল কেরাত থেকে নেওয়া হয়েছে। উভয় হাদীসের সনদে রাবি বিন বদর যিনি উলায়লাহ উপাধিতে ভূষিত তার মাধ্যমে রয়েছে। আর তিনি হলেন রেজাল শাস্ত্র বিন গণের মতে পরিত্যক্ত ব্যক্তি তার প্রমাণ দেখুন (তাকবীরুত তাহজীব ১ম খন্ড ২৯৩ পৃষ্ঠা, মিজানুল এতেদাল ২য় খন্ড ৩৮, ৩৯ পৃষ্ঠা। যুয়াফা অন্ মাতরুকিন ১০৬ পৃষ্ঠা। সুতরাং রাবী বিন বদরের বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়।

শায়েখের বর্ণিত ৩নং হাদীসের জবাব : এই হাদীসের অর্থ করতে গিয়ে শায়খ রাসূল (সঃ) এর নামে অপবাদ দানের মাধ্যমে জাহান্নামে ঠিকানা করে নেওয়ার মত অপরাধ করেছেন। উক্ত হাদীস রাসূল (সঃ) খেদাজ শব্দের অর্থ করেছেন (غير تام) অর্থাৎ অপূর্ণ। আর শায়খ বাংলায় অর্থ করেছেন “বাতিল” বলে। পাঠকগণ ভেবে দেখুন অপূর্ণ আর বাতিল কি এক জিনিস? শায়খ সম্ভবত অপূর্ণ শব্দটি তার মতাদর্শকে প্রমাণ করতে অক্ষম বিধায় নিজের পক্ষ থেকে বাতিল বলে অর্থ

করেছেন। যাই হোক হাদীসটি সহীহ, তবে হাদীসটির দুইটি পার্ট রয়েছে। তন্মধ্যে একটি রাসূল (সঃ) এর কথা। অপরটি আবু হুরাইরা (রাঃ) এর কথা। রাসূল (সঃ) এর কথা দ্বারা শায়খের দাবী প্রমাণিত হয়না। কারণ শায়খের দাবী হল সূরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হয়না। আর রাসূল (সঃ) এর কথা হল নামাজ অপূর্ণ হবে। এই দুইটি কথার মাঝে যে বিস্তার পার্থক্য রয়েছে, তা যে কোন ভাষা সাহিত্যিকই বুঝতে সক্ষম। তার পরেও শায়খের বর্ণিত হাদীস নং এক এর অধিনে রাসূল (সঃ) এর এই শব্দটির অর্থাৎ নামাজ অপূর্ণ হবে তার জবাবও হয়ে যাবে। আর উক্ত হাদীসের ২য় অংশ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর নিজের কথা। “তুমি মনে মনে পড়” আমরা এই উক্তির দুইটি জবাব দিব।

জবাব নং (১) : আবু হুরাইরা (রাঃ) এর কথা দ্বারা শায়খের দলিল হয়না কারণ আহলে হাদীস গণ সূরা ফাতেহা জীহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করিয়া পড়ে। আর আবু হুরায়রা বলেছেন মনে মনে পড়তে, জীহ্বা দ্বারা নয়।

জবাব নং (২) : আবু হুরায়রা (রাঃ) এর এই কথা বা উক্তি বর্ণিত হাদীসের বিপরীত, কারণ নাসাঈ শরীফ ১ম খন্ড ১০৭ পৃষ্ঠা এবং মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড ১৭৪ পৃষ্ঠায় আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সঃ) এর নির্দেশ হল ইমামের কিরাত পাঠের সময় চুপ থাকা। আর আবু হুরায়রা (রাঃ) এর ব্যক্তিগত নির্দেশ হল মনে মনে পড়া। এক্ষেত্রে রাসূল (সঃ) এর নির্দেশের বিপরীতে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর ব্যক্তিগত নির্দেশকে কোনক্রমেই মানা যায়না। আর আহলে হাদীস গণের উল্লুও তাই। তবে উনারা উল্লুর বিপরীত আমল করে থাকেন।

শায়খের বর্ণিত ২ নং হাদীসের জবাব :

এই হাদীসটি ও শায়খের বর্ণিত ৫নং হাদীস মূলত একই হাদীস তবে দলীলের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এই হাদীসটি পুনরায় মেশকাতের বরাত দিয়ে এনেছেন। যাইহোক এই হাদীসটি নাসাঈ ১ম খন্ড ১০৬ পৃষ্ঠায় আছে, সেই সনদে নাফে বিন মাহমুদ রয়েছে। আবু দাউদ ১ম খন্ডে ১১৯ পৃষ্ঠায় আছে, সেই সনদে মাকহুল এবং মুহাম্মাদ বিন ইসহাক রয়েছে। আর তিরমিযি ১ম খন্ডে ৬৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে, সেই সনদে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক এবং মাকহুল রয়েছে। তাই রেজাল শাস্ত্রবিদ এবং মুহাদ্দিসীন গণের নিকট এই সকল ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা কেমন তা আমি ৫নং হাদীসের জবাবে বিস্তারিত আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি।

আর শায়খ ইবনে মাজার বরাত মনে হয় ভুলে দিয়েছেন অথবা দলিলের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য অনেক কেতাবের নাম উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন অথচ ইবনে মাজার এই হাদীসটি বর্ণিত হয়নাই। বরং ইবনে মাজার রয়েছে শায়খের বর্ণিত প্রথম হাদীসটি।

শায়খের বর্ণিত ১নং হাদীসের জবাব : এই হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ। তবে এই হাদীসের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছে। বিশেষভাবে মুক্তাদিকে কিছুই বলা হয়নাই। অবশ্য এই নীতিমালার আওতায় মুক্তাদিও আসে। আমরা এই হাদীসের দুইটি জবাব দিব।

জবাব নং ১ : মুক্তাদির হুকুম এই নীতিমালা থেকে ভিন্ন। যেমন রাসূল (সঃ) বলেছেন সমস্ত জমিন আমার জন্য মসজিদ স্বরূপ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। (মুসলিম ১ম খন্ড ১৯৯ পৃষ্ঠা) অতঃপর বলেছেন তোমরা কবর স্থানকে মসজিদ বানাইওনা। (মুসলিম ১ম খন্ড ২০১ পৃষ্ঠা) অতএব, “পূর্ণ জমীন মসজিদ” হাদীসে বর্ণিত নীতিমালা থেকে যেমন কবরস্থান ব্যতিক্রম, তেমনি সূরা ফাতেহা ব্যতীত সালাত হবেনা এই মূল নীতি থেকে মুক্তাদি ব্যতিক্রম। এটা আমার নীজের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা নয় বরং রাসূল (সঃ) এর ঘনিষ্ঠ সাহসী হযরত যাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) এই ব্যাখ্যা করেছেন তিনি বলেন যে, ব্যক্তি নামাজ পড়ল অথচ সূরা ফাতেহা পাঠ করল না তার নামাজ হলনা। তবে যদি তিনি ইমামের পিছনে থাকেন (তার নামাজ হল) হযরত যাবেরের এর এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিজি (রঃ) তার ছুঁনানে তিরমিজির ১ম খন্ড ৭১ পৃষ্ঠা এবং বলেন উক্ত হাদীসটি হাসান সহীহ। আর হযরত যাবের (রাঃ) যে ব্যাখ্যা করেছেন মুক্তাদির জন্য ফাতেহা পাঠ করা লাগবেনা। এটা হযরত যাবের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা নয় বরং রাসূল (সঃ) এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার প্রমাণ হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত “রাসূল (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তির ইমাম আছে ইমামের কিরাআত তার কিরাআত।” (ইবনে মাজা ১ম খন্ড ৬২ পৃষ্ঠা, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ৯৮ পৃষ্ঠা)।

নোটঃ ইবনে মাজায় হাসান বিন সালেহ, যাবেরুল যু'ফি ও আবি যোবায়ের এই দুই সূত্রে বর্ণনা করেছেন তবে যাবেরুল যু'ফির সূত্রটি দুর্বল আর আবু যুবায়েরের সূত্রটি সহীহ। তারপরেও আহলে হাদীসগণ আপত্তি করে থাকেন যে হাসান বিন সালেহ ও আবু যোবায়েরের মাঝে ‘এনকেতাহ’ রয়েছে। কেননা হাসান বিন সালেহ এর আবু যোবায়েরের সঙ্গে সাক্ষাত হয়নাই। আমরা জবাব দিব যে, হাসান বিন সালেহ এর জন্ম তারিখ ১০০ হিঃ আর মৃত্যু তারিখ ১৬৭ হিঃ ও আবু যোবায়েরের মৃত্যু তারিখ ১২৮ হিঃ (এলাউস সুনান ৪র্থ খন্ড ৭১ পৃষ্ঠা) তাহলে আবু জোবায়েরের মৃত্যুর সময় হাসান বিন সালেহ এর বয়স ছিল ২৮ বছর। অতএব ২৮ বছরে ২ জনের মাঝে “এমকানে লেকা” (সাক্ষাতের সম্ভাবনা) রয়েছে। আর ইমাম মুসলিম সহ জমহুর মুহাদ্দেসিন গণের মতে হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য ‘এমকানে লেকা’ যথেষ্ট। সুতরাং ইবনে মাজা বর্ণিত হাদীসটি মুহাদ্দিসিন ও রেজাল শাস্ত্রবিদ গণের মতে সহীহ। অতঃপর ইমাম তিরমিজি ঐ ৭১ পৃষ্ঠায় ইমাম আহমাদ (রঃ) এর ব্যাখ্যা এইভাবে

বর্ণনা করেন যে, সূরা ফাতেহা না পড়লে নামাজ হবেনা এই হাদীসটি একাকী নামাজির জন্য এবং তিনি দলীল পেশ করেন হযরত যাবেরের বর্ণিত হাদীস দ্বারা। একই ধরনের ব্যাখ্যা করেন শায়খের বর্ণিত ১নং হাদীস এর বর্ণনাকারী এবং ইমাম বুখারীর উস্তাদের উস্তাদ হযরত সুফিয়ান বিন ওয়াইনা (রাঃ) তার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ তার সুনানে আবু দাউদ এক নং খন্ড ১১৯ পৃষ্ঠায়। সর্বোপরি রাসূল (সঃ) মুক্তাদিদেরকে বলেছেন ইমাম যখন কেবরাত পাঠ করবে তখন তোমরা চুপ থাক। হাদীসটি আবু মুছা আশআরী ও আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম। (মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড ১৭৪ পৃষ্ঠা) আবু মুছা থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা (১ম খন্ড ৬২ পৃষ্ঠা), আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসাই (১ম খন্ড ১০৭ পৃষ্ঠা)। উল্লেখিত হাদীসে মারফু, মাওকুফ ও মাকতূ দ্বারা সু-স্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হয়না হাদীসের মূল নীতি থেকে মুক্তাদি ব্যতিক্রম।

জবাব নং (২) : “সূরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হয়না” হাদীসটি সব ধরনের মুসল্লিকেই সামিল করে। কিন্তু হাদীসে যেমনি ভাবে সন্তানের মালকে পিতার মাল বলা হয়েছে তেমনি ভাবে ইমামের কিরাত পাঠকে মুক্তাদির কেবরাত পাঠ মনে করা হবে। একথাটিও আমাদের কেয়াছ করা নয়। বরং এটা রাসূলণ (সঃ) এর কথা হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেন যে ব্যক্তির ইমাম আছে ইমামের কেবরাত তার কেবরাত। হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ইবনে মাজা ১ম খন্ড ৬২ পৃষ্ঠা, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ৯৮ পৃঃ। ইমাম বুখারীর উস্তাদের কিতাব মুসনাদে আহম্মদ ইবনে হাম্বল।

সুতরাং আমরা শায়খের বর্ণিত ১নং হাদীসের উপর আমল করি এবং মুক্তাদির সূরা ফাতেহা পাঠ ব্যতীত নামাজ হয়না তাও মানি তবে উপরউল্লিখিত হাদীসের ভিত্তিতে বলি যে, ইমামের কিরাতই মুক্তাদির কিরাত।

অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

- ১। শায়খ মুনিরুদ্দিন খতীব, পাবলা আহলে হাদীস জামে মসজিদ, খুলনা।
- ২। আহলে হাদীস মাদ্রাসা, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- ৩। শায়েখ আসাদুল্লাহ আল গালীব, রাজশাহী।

মুফতী মোঃ ওয়াক্বাস আলী

(ভাইস প্রিন্সিপাল ও মুহাদ্দিস)

জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসা,
রায়ের মহল, জি.পি.ও-৯০০০, খুলনা।

মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেবের দেওয়া জবাবের জবাব

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান, যমিন ও তার মধ্যবর্তী যাহা কিছু আছে। আমি শাহাদাত দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন মাবুদ নেই, আমি আরও শাহাদাত দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর প্রেরিত বান্দা এবং তার রাসূল। **اما بعد**

মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেবের লিখিত জবাব বা খন্ডন নামক উক্ত লেখনীটি আমার হাতে পড়ল। লেখনীটি পড়ে দেখলাম তিনি শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেবের “ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের সূরা ফাতেহা পড়া” প্রসঙ্গে ৫টি সহীহ হাদীসের বিপক্ষে জবাব দিয়েছেন। এই জবাবগুলো সঠিক নয়, সত্যের অপলাপ মাত্র, তাই আমি ওই জবাবের জবাব দেওয়ার জন্য কলম ধরতে বাধ্য হলাম।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

* শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেবের দেওয়া ৫নং হাদীসের জবাবের জবাবঃ

শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেবের ৫টি হাদীসের মধ্যে প্রথমে মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব জবাব দিয়েছেন ৫নং হাদীসের এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, হাদীসটি নাসাঈ ও আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরও লিখেছেন নাসাঈ-এর সূত্রে নাফে বিন মাহমুদ, আবু দাউদের সূত্রে মুহাম্মদ বিন এসহাক ও মাকহুল রয়েছে। এই তিন ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে মুহাদ্দেস গণ আপত্তি তুলেছেন। সুতরাং উক্ত হাদীস সহীহ নহে।

১নং বর্ণনাকারী নাফে বিন মাহমুদ মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব লিখেছেন। রেজাল শাস্ত্রবিদ ইবনে আদিল বার তাকে “মাজহুল” বলেছেন, ইবনে হিব্বান তাকে ‘ছেকাত’ কেতাবে এনেছেন, তবে হাদীসটি ক্রটিযুক্ত বলেছেন। আর শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেবদের দাবী তারা সহীহ হাদীস মানেন। তাই এ ধরনের হাদীস দিয়ে দলিল দেওয়া তাদের দাবীর পরিপন্থীও বটে।

জবাব : প্রথমে নাসাঈয়ের সূত্রে নাফে বিন মাহমুদের হাদীস। হাদীসটির মূল সূত্রে এভাবে বর্ণিতঃ-

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ زَائِدِ بْنِ وَقْدٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَعْضَ الصَّلَاةِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ لَا يَقْرَأُ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأَمْرِ الْقُرْآنِ .

অর্থাৎ খবর দিয়েছেন আমাদের কে হিসাম বিন আম্মার তিনি বর্ণনা করেছেন ছদাকাহ থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন জায়েদ বিন ওয়াকেরদ থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন হারাম বিন হুকায়েম থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন নাফে বিন মাহমুদ বিন রাবিয়াহ থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন উবাদাহ থেকে। হযরত ওবাদা (রাঃ) বলেন আমাদেরকে রাসূল (সঃ) ঐ নামাজ পড়ালেন যে নামাজে উচ্চঃস্বরে কেরাত পড়া হতো। তিনি বললেন, যখন আমি উচ্চঃস্বরে কেরাত পড়ি তখন তোমাদের ভিতরে কোন লোক সূরা ফাতেহা ব্যতীত অন্য কিছু পড়বেনা। (নাসাঈ ১ম খণ্ড: ১১২ পৃষ্ঠা)।

হাদীসটি ইমাম বোখারী জুজউল কেরাত এর ১৮ ও ১৯ পৃষ্ঠায়, ইমাম দারাকুতনী তার সুনানের ১ম খন্ডের ৩২০ পৃষ্ঠায়, ইমাম বায়হাকী তাঁর সুনানে কুবরার ২য় খন্ডের ১৬৫ পৃষ্ঠায় ও কিতাবুল কেরাতের ৬৩ পৃষ্ঠায় এনেছেন। হাদীসটি ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইমাম বোখারীসহ অন্যান্যরা হিসাব বিন আম্মার থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনুল মুবারক ছুরী আরও অন্যান্যরা ছদাকাবিন খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ ও অন্যান্যরা হাদীসটি যায়েদ ও হারাম বিন হুকায়েম থেকে বর্ণনা করেছেন। হারাম বিন হুকায়েম ছাড়াও হাদীসটি ইমাম মাকহুল নাফে বিন মাহমুদ থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদীসটিকে যারা জরীফ বলেছেন আমি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইমাম বায়হাকী নাফে বিন মাহমুদের হাদীসটি তার গ্রন্থে বর্ণনা করার পর বলেছেন-

وَهَذَا إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرَوَاتُهُ ثِقَاتٌ

অর্থাৎ এই হাদীসের সূত্র সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত দেখুন-কেতাবুল কেরাত ৬৪ পৃষ্ঠা। ইমাম দারাকুতনী নাফে বিন মাহমুদের বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন,

هَذَا إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

অর্থাৎ হাদীসটির সনদ হাসান ও বর্ণনাকারীগণ সবাই বিশ্বস্ত। দেখুন দারাকুতনী ১ম খন্ড ৩২০ পৃষ্ঠা। ইমাম আবু দাউদ এই হাদীস বয়ান করার পর নীরব থেকেছেন। দেখুন আবু দাউদ ১ম খন্ড ৮১৪ পৃষ্ঠা। ইমাম আবু দাউদ যে হাদীসের উপর নীরব থাকেন সে হাদীস অন্যের কথা থাক হানাফীদের নিকট সহীহ। দেখুন, হানাফী ফিকাহ ‘ফতহুল কাদীর’ (ইমাম ইবনে হুমাম) ১ম খন্ড ৪৪০ পৃষ্ঠা। ইমাম নাসাঈ ও হাদীসটি বয়ান করার পর নীরব থেকেছেন। ইমাম নাসাঈ যে হাদীসের উপর নীরব

থাকেন হানাফীদের নিকট সে হাদীসও সহীহ। প্রমাণ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَسَكَتَ

عَنْهُ فَهُوَ صَحِيحٌ

অর্থাৎ ইমাম নাসাই যে হাদীস বর্ণনা করার পর নীরব থাকেন সে হাদীস ও (হানাফীদের নিকট) সহীহ। দেখুন ‘ইলাউস সুনান’ ১ম খন্ড ১০৫ পৃষ্ঠা। এরপর এই হাদীসটির শেষে ‘কেতাবুল কেরাতের ভিতরে ইমাম বায়হাকী এই শব্দ গুলোও এনেছেন।

لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمْرِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থাৎ অন্য কিছুই পড়বে না সূরা ফাতেহা ব্যতীত। কেননা যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়বেনা তার নামাজই হবেনা। দেখুন ‘কেতাবুল কেরাত’ ৬৪ পৃষ্ঠা।

হাদীসটি যে সমস্ত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তারা সবাই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ও বর্ণনাকারীগণকে সবাই বিশ্বস্তও বলেছেন। মাত্র দুই একজন মন্তব্যকারী নাফে বিন মাহমুদ সম্পর্কে অহেতুক আপত্তি তুলেছেন। যেটা মুফতী ওয়াক্বাস আলী সাহেব তার লেখনীর ভিতরে তুলে ধরেছেন যে, আবদিল বার ‘মাজহুল’ ও ইবনে হায়র ‘মাছতুর’ বলেছেন। এই দুইটি শব্দের একই অর্থ অর্থাৎ অপরিচিত।

আমি মুফতী সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি-

وَلَيْسَ بِمَجْهُولٍ مَنْ رَوَى عَنْهُ ثِقَتَانِ

অর্থাৎ যে বর্ণনায় দুইজন ছিকাহ বিশ্বস্ত বর্ণকারী থাকেন সে বর্ণনা কিন্তু মাজহুল (অপরিচিত) থাকেনা। দেখুন ইলাউস সুনান ১ম খন্ড ১৪৪ পৃষ্ঠা। অতএব ইবনে আবদিল বার এর মন্তব্য উসূলে হাদীসের খেলাফ হওয়ার কারণে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়।

এবার মুফতী সাহেব লক্ষ্য করুন।

“মাছতুর” সেই বর্ণনাকারীকে বলে যাকে কোন কালে কেউই বিশ্বস্ত বলেননি। দেখুন, নখবাতুল ফেকের ৮৭ পৃষ্ঠা। আর নাফে বিন মাহমুদকে তো সবাই বিশ্বস্ত বলেছেন।

যেমন, ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, নাফে বিন মাহমুদ وَصْدُوقٌ وَثِقَةٌ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। দেখুন, দারাকুতনী ১ম খন্ড ৩২০ পৃষ্ঠা। ইমাম হাকেম বলেছেন নাফে বিন মাহমুদ وَثِقَةٌ বিশ্বস্ত। দেখুন, মুস্তাদরাকে হাকিম ২য় খন্ড ৫৫ পৃষ্ঠা। ইমাম ইবনে

হাযাম বলেন, নাফে বিন মাহমুদ ^{ثقة} বিশ্বস্ত। আল মুহাল্লা ৩য় খন্ড ২৪১ ও ২৪২

পৃষ্ঠা। ইমাম বায়হাকী বলেন, নাফে বিন মাহমুদ ^{ثقة} বিশ্বস্ত। দেখুন, কেতাবুল
কেরাত ৬৪ পৃষ্ঠা। ইমাম ইবনে হিব্বান নাফে বিন মাহমুদকে বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ
তাবেঈ বলেছেন। এবং ছেকাত কেতাবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। দেখুন তেকাবুস
ছেকাত ৫ম খন্ড ৪৭০ পৃষ্ঠা। রেজালের পণ্ডিত ইমাম যাহাবী নাফে বিন মাহমুদকে
ثقة বিশ্বস্ত বলেছেন। দেখুন আল কাহেদ ৩য় খন্ড ১৯৭ পৃষ্ঠা। এছাড়া ইমাম আবু
দাউদ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম মুনজির, ইমাম আবু আলী নিশাপুরী, ইবনে আদী, ইবনে
মুনদাহ, আবু ইয়াল্লা খলিল, খতীব বাগদাদী সহ হাদীস সম্রাটদের বিশাল জামাত
যারা তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে নাফে বিন মাহমুদকে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত
করেছেন। এমন ব্যক্তিকে মাজহুল ও মাছতুর অর্থাৎ কেউই তাকে চেনেনা একথাটি
আদৌই সঠিক নয়। ইমাম ইবনে হিব্বানের মত একজন হাদীস বিশারদ বলেন যে,
নাফে বিন মাহমুদ বিশ্বস্ত ও একজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ ছিলেন। (جمهور محدثين)

অর্থাৎ মুহাদ্দেসদের বিশাল জামাত নাফে বিন মাহমুদকে বিশ্বস্ত বলেছেন সেটা মুফতী
ওয়াক্কাস আলী সাহেব খুঁজে পাননি। পেয়েছেন দুই একটি অগ্রহণযোগ্য কথা। মুফতী
সাহেব মুহাদ্দেসদের বিশাল জামাতের সিদ্ধান্তগুলি খুঁজে পেতেন, যদি তিনি হানাফী
মাহযাবের নীল চশমা পরে হাদীস খোঁজার নীতিটা বাদ দিতেন। আমি দোয়া করি,
আল্লাহ তাকে নিরপেক্ষ মন নিয়ে হাদীস দেখার ও বোঝার তৌফিক দান করুন।
আমীন। এখন আসুন দেখা যাক- মুফতী সাহেব তার নিজের ঘরের খবর কতটুকু
রাখেন। ঐ শুনুন ‘ইলাউস সুনান’ গ্রন্থে লেখা রয়েছে।

وَالْجَهَّالَةُ فِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ لَا يَضُرُّ عِنْدَنَا

অর্থাৎ “খায়রুল কুরুন” (সাহাবা, তাবেইন ও তাবেতাবেইনদের যুগকে বলা হয়)
এর “মাজহুল” “মাছতুর” বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস আমাদের (হানাফীদের) নিকট
সহীহ। দেখুন, ইলাউস সুনান ৩য় খন্ড ১৬১ পৃষ্ঠা। উক্ত গ্রন্থে আরও লেখা রয়েছে

إِنَّ رِوَايَةَ الْمُسْتَوْرِ مِنَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ مَقْبُولٌ عِنْدَنَا مَعِشَرِ الْحَنْفِيَّةِ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কুরুনে সালাছা এর মাছতুর বর্ণনা আমাদের (হানাফীদের) নিকট
গ্রহণযোগ্য। দেখুন ইলাউস সুনান ৩য় খন্ড ১৬১ পৃষ্ঠা। আরও বিস্তারিত এ ব্যাপারে
জানতে হলে দেখুন তাওজীহুল কালাম ১ম খন্ড ৩৭৩ হতে ৩৭৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।
মুসাল্লামাস সবুত ১৯১ পৃষ্ঠা। অতএব দেখা যায় নাফে বিন মাহমুদ খায়রুল কুরুনের
একজন বিশ্বস্ত তাবেঈ। যিনি যমহুরে মুহাদ্দেসদের নিকট বিশ্বস্ত এবং পরিচিত।

সুতরাং নাফে বিন মাহমুদের বর্ণিত হাদীস সবার নিকট সহীহ। তাঁকে মাজহুল ও মাছতুর (কেউই তাকে চেনে না) বলা একেবারে সত্যের অপলাপ মাত্র এবং ভুল। তার বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল দেওয়া মোটেই সহীহ হাদীস অনুসরীদের দাবীর পরিপন্থী হয়নি। অতএব নাফে বিন মাহমুদ বর্ণিত নাছাঈ শরীফের হাদীস যেটা শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেব দলিল হিসাবে পেশ করেছেন তা সঠিক ও সহীহ।

২নং বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে লিখেছেন ইমাম নাসাঈ বলেন, ليس بالقوى

সে জরীফ রাবী। রেজাল শাস্ত্রবিদ ইবনে হাজার বলেন, صدوق يدلّس والقدر অর্থাৎ সে সত্যবাদী, তাদলীস করেন এবং কাদরিয়া মতবাদে বিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত। উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাকবীরুত তাহজীর ২য় ৫৪ পৃষ্ঠা।

জবাব : এবার আবু দাউদের সূত্রে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ও মাখহুলের হাদীস হাদীসটির মূল সূত্র এভাবে-

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ صَلَّى
بِنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) الصُّبْحَ فَثَقُلْتُ عَلَيْهِ فِيهَا الْقِرَاءَةَ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ
رَسُولُ اللَّهِ (ص) مِنْ صَلَاتِهِ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّي لَأَرَاكُمْ
تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِذَا جَهَرَ قَالَ قُلْنَا أَجَلٌ وَاللَّهِ إِذَا يَارَسُولُ اللَّهِ
(ص) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَأَصَلَةٌ
لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

অর্থাৎ হাদীস বয়ান করেছেন আমাদের ইয়াকুব, তিনি বলেন হাদীস বয়ান করেছেন আমাদের পিতা ইবনে ইসহাক থেকে, তিনি বলেন হাদীস বয়ান করেছেন আমাকে মাকহুল মাহমুদ বিন রবিল আনছারী থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন উবাদাহ বিন সামেত থেকে উবাদা বিন সামেত বলেন, নবী করিম (সঃ) ফজরের নামাজ পড়ালেন। তাঁর উপর কেরাত কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি নামাজ থেকে ফারোগ হয়ে বললেন, তোমাদের দেখলাম ইমামের পিছনে তোমরা পড়েছ? (ওবাদা বলেন) আমরা বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) কসম আল্লাহ্! আমরা পড়ি। রাসূল (সঃ) বললেন, সূরা ফাতেহা ব্যতীত কিছুই পড়বেনা। কারণ যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়বেনা তার নামাজই হবেনা। মুসনাদে আহমাদ ৫ম খন্ড ৩২২ পৃষ্ঠা। হাদীসটি

মুহাম্মদ বিন ইসহাকের সূত্রে নিম্নের কেতাব গুলিতে বর্ণিত হয়েছে- আবু দাউদ, ১ম খন্ড ১২৬ পৃষ্ঠা, তিরমিজী ১ম খন্ড ৬৯ পৃষ্ঠা, জুজউল কেরাত বোখারী ১৮-৬১ পৃষ্ঠা, দারাকুতনী ১ম খন্ড ৩১৮ পৃষ্ঠা, মুস্তাদরাকে হাকিম ১ম খন্ড ২৩৮ পৃষ্ঠা, তাবারানী ১ম খন্ড ২৩০ পৃষ্ঠা, সহীহ ইবনে খুজায়মা ৩য় খন্ড ৩৬ পৃষ্ঠা, সহীহ ইবনে হিব্বান ৩য় খন্ড ২০৭-২১২ পৃষ্ঠা, বায়হাকী ২য় খন্ড ১৬৪ পৃষ্ঠা, কেতাবুল কেরাত বায়হাকী ৪৩-৫৫ পৃষ্ঠা। উক্ত হাদীসটি যাঁরা সহীহ বলেছেন তাঁরা হচ্ছেন, ইমাম বোখারী, ইমাম আবু দাউদ, ইবনে খুযায়মা, বায়হাকী, আরও অনেকে। আর যাঁরা হাদীসটিকে হাসান বলেছেন তারা হচ্ছেন ইমাম তিরমিজি, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম ইবনে হাযারসহ আরও অনেকে। হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বিন ইসহাককে ইমাম মালেক ও ইবনে জওজী, তার কিছু ক্রটি বের করেছেন। (আর সেটা ছিল ব্যক্তিগত আক্রশে দেখুন রেজাল তাজকিরাতুল হুফফাজ) অথচ মুহাম্মদ বিন ইসহাক জমহুরে মুহাদ্দেসিনের নিকট বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী দেখুন-এ তাজকিরাতুল হুফফাজ। ইমাম শাওকানী বলেন-

وَابْنُ إِسْحَاقَ وَالْأَكْثَرُ عَلَى تَوْثِيقِهِ وَبِمَنْ وَثَقَهُ الْبُخَارِيُّ .

অর্থাৎ এবং ইমাম বোখারীসহ অধিকাংশ বিদ্বানগণ তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। দেখুন- নাসবুররায়া ৪র্থ খন্ড ১৭ পৃষ্ঠা। এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী বলেন-

وَتَعْلِيلُ ابْنِ جَوْزِيِّ بِابْنِ إِسْحَاقَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ مِنْ ثِقَاتِ الْكِبَارِ عِنْدَ الْجَمْعِ .

অর্থাৎ ইবনে জাওজী ইবনে ইসহাকের উপর আপত্তি করায় কোন কিছু আসে যায়না। কারণ ইবনে ইসহাক তো জমহুরে মুহাদ্দেসিনের নিকট বড় বিশ্বস্ত মানুষ। দেখুন- উমদাতুল কারী সরাহ বোখারী ৭ম খন্ড ২৭ পৃষ্ঠা। আল্লামা আইনীর কথা হচ্ছে, জমহুরে মুহাদ্দেসিন যেখানে মুহাম্মদ বিন ইসহাককে বিশ্বস্ত বলেছেন সেখানে দু'একজনের কথায় কিছু আসে যায়না। এবার আমি মুফতী সাহেবকে তাদেরই ফিকাহর কেতাবের

وَابْنُ إِسْحَاقَ ثِقَاتٌ عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ

অর্থাৎ হক কথা এটাই যে, ইবনে ইসহাক বিশ্বস্ত। দেখুন, ফাতহুল কাদির ১ম খন্ড ৪১১ পৃষ্ঠা। উক্ত কেতাবে আরও লেখা হয়েছে-

وَأَمَّا ابْنُ إِسْحَاقَ فَثِقَةٌ لَأَشْبَهُهُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ وَلَا عِنْدَ مُحَقِّقِي الْحَدِيثِ .

অর্থাৎ ইবনে ইছাহাক বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত। এর ভিতর আমাদের (হানাফীদের) এবং মুহাক্কেক মুহাদ্দেসদের ভিতর কোনই সন্দেহ নাই। দেখুন-ফাতহুল কাদীর ১ম খন্ড ৪২৪ পৃষ্ঠা। এছাড়া সৈয়দ আনোয়ার শাহ কাশমিরী, মুফতী জাফর আহম্মদ ওসমানী, মাওলানা ইউসুফ বিনূরী, মাওলানা জাকারিয়া, মাওলানা সারফরাজসহ বহু দেওবন্দী হানাফী আলেম, যারা দেওবন্দ মাদ্রাসার মাথার মুকুট ছিলেন তাঁরা সবাই মুহাম্মদ বিন ইসহাককে তাঁদের নিজ নিজ কেতাবে বিশ্বস্ত লিখেছেন যা একের পর এক দেখলেন এবং একথাও লিখেছেন যে, তাঁর ক্রটি যাঁরা ধরেছেন তাঁদের ভুল হয়েছে। কারণ জমহুরে মুহাদ্দেসগণ তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। তাহলে বোঝা যায়, মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব মুহাম্মদ বিন ইসহাক সম্পর্কে যে ক্রটি তুলে ধরেছেন ওটা সঠিক নয়। তিনি সত্যবাদী। আর তিনি যে সত্যবাদী সেটা মুফতী সাহেবও তার

জবাবে তুলে ধরেছেন যে, তিনি **صَدُوقٌ** সত্যবাদী। দেখুন, তার দেওয়া জবাবের প্রথম পৃষ্ঠার (লিফলেটের) শেষ লাইনে। তাহলে বোঝা গেল মোহাম্মদ বিন ইসহাক সত্যবাদী ও জমহুরে মুহাদ্দেসদের নিকট নিঃসন্দেহে বিশ্বস্ত। অতএব, তার বর্ণিত হাদীস যেটা শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেব দলিল হিসাবে পেশ করেছেন তা সঠিক ও সহীহ। আর মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেবের দাবী সম্পূর্ণ অসার ও সত্যের পরিপন্থী। বিধায় পরিত্যাজ্য।

৩নং বর্ণনাকারী ইমাম মাকহুলঃ

মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব মাকহুল সম্পর্কে লিখেছেনঃ ইবনে সাদ বলেছেন **ضعفه الجماعة** অর্থাৎ একদল (মুহাদ্দিস) তাকে যঈফ বলেছেন। তারপর লিখেছেন, ইমাম জাহাবী তাকে বলেছেন মুদাল্লিস এবং কাদরীয়া মতবাদে বিশ্বাসী। তারপর লিখেছেন, মুহাম্মদ বিন ইসহাক ও মাকহুল মুদাল্লিস। আর হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী মুদাল্লিস ব্যক্তি যদি **عَنْ** শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন তাহলে সে বর্ণনা

গ্রহণযোগ্য নহে। অতএব, শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেবের **عَنْ** শব্দ দ্বারা বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়।

জবাব : আবু দাউদ এর সূত্রে আর একজন বর্ণনাকারী ইমাম মাকহুল।

মাকহুল শাম দেশের একজন নাম করা তাবেঈ এবং সহীহ মুসলিমের একজন বুনিয়াদী রাবী (বর্ণনাকারী) এবং জমহুরে মহাদ্দেসিনের নিকট **صَدُوقٌ وَثِقَةٌ** সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। দেখুন রেজাল শাস্ত্র তাহযিবুত তাহযীব ১ম খন্ড ১০৮ পৃষ্ঠা। ইমাম নববী বলেন **اتَّفَقُوا عَلَى تَوْثِيقِهِ** অর্থাৎ মাকহুল বিশ্বস্ত হওয়াতে

সকলেই একমত। দেখুন, আসমাউল লুগাত নববী ২য় খন্ড ১১৪ পৃষ্ঠা। এছাড়া ইমাম তিরমিজি, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম ইবনে খুজায়মা, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম আবু দাউদ সহ আরও অনেক ইমাম মাকহুলের হাদীস সহীহ বলেছেন। মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব লিখেছেন ইবনে সাহাদ বলেছেন, একদল (মোহাদ্দীস) তাকে যঈফ, মুদাল্লিস ও কাদরীয়া বলেছেন। ফুফতী সাহেব যেটা বলতে চেয়েছেন ও কথাগুলি তাবাকাতে ইবনে সায়াদে এভাবে এসেছে।

وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ مَكْحُولٌ مِنْ أَهْلِ كَابِلٍ وَكَانَتْ فِيهِ
لَكُنَّةٌ يَقُولُ بِالْقَدْرِ وَكَانَ ضَعِيفًا فِي حَدِيثِهِ وَرَوَايَتِهِ.

অর্থাৎ আহলে ইলমদের ভিতরে কেউ কেউ বলেছেন মাকহুল কাবেলী বংশের ছিলেন, তার জবানে লাকনাত (জড়তা) ছিল এবং কাদরীয়া ফেরকার সংগে সম্পর্ক ছিল। আর বর্ণনার দিক দিয়ে তিনি যঈফ ছিলেন। দেখুন তবাকাতে ইবনে সায়াদ ৭ম খঃ ৪৫৪ পৃঃ। এ ব্যাপারে আমি মুফতী সাহেবকে বলতে চাই, ইবনে সায়াদ ইমাম মাকহুল সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন বা ত্রুটি তুলে ধরেছেন সেটা কয়েকটি কারণের জন্য মুহাদ্দেসিনের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। (এক) ইবারাতের ভিতরে আছে,

مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ غَيْرُهُ অর্থাৎ “আহলে ইলমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন” - এটা একটা মাজহুল বা অস্পষ্ট কথা। কারা এই আহলে ইলম, তা কারও জানা নেই। অর্থাৎ ইমাম মাকহুলের মত একজন বিশিষ্ট নামী-দামী তাবঈনের যারা ত্রুটি তুলে ধরেছেন তাদের কোন পরিচয় ইবনে সায়াদ তার কেতাবে দেননি। অতএব, এ ধরনের অপরিচিত লোকদের কথা মুহাদ্দেসিনের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। (দুই) ইবনে সায়াদ মাকহুলের মতো বিশিষ্ট তাবঈ সম্পর্কে যে ত্রুটি তুলে ধরেছেন সে ত্রুটি ধরায় ইবনে সায়াদ একাকী পড়ে গেছেন এবং এ ত্রুটি ধরা জমহুরে মুহাদ্দেসিনের বিপক্ষেও হয়েছে। কারণ ইবনে সায়াদ বর্ণনাকারীদের মধ্যে এতো নিম্ন তবকার বর্ণকারী যে, মুহাদ্দেসগণ তার সম্পর্কে এভাবে মন্তব্য করেছেন, “ইবনে সায়াদ ত্রুটি ধরার ক্ষেত্রে যদি একাকী হয়ে যান তবে তার ত্রুটি ধরা গ্রহণযোগ্য নয়।” কেননা,

رَجُلٌ شَاخِصٌ بِدَعْوَةِ الْإِسْلَامِ وَاقِدِيٌّ অর্থাৎ তিনি মিথ্যুকদের অনুসরণ করেন বলে পরিচিত। দেখুন, হাদীউস সারী ৪১৭-৪৪৩ ও ৪৪৮ পৃষ্ঠা ও ক্বাওয়ায়েদে ফি উলুমিল হাদীস ৩৯০ পৃষ্ঠা। জমহুরে মুহাদ্দেসিন তাকে যে বিশ্বস্ত বলেছেন সে কথাটা মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব উপেক্ষা করে বা গোপন করে ইবনে সায়াদের একাকী বর্ণনা করা কথাটি বেশ ফলাওভাবে বয়ান করে নিজের দলীয় মত টিকিয়ে রাখার বেশ চেষ্টা করেছেন। তাহলে এখন আমি মুফতী সাহেবকে

দেখাতে চাই ঐ তাবাকাতে ইবনে সায়াদের ভিতরে ইবনে সায়াদ একাকী আরও একটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? তিনি লিখেছেন

أَبُو حَنِيفَةَ إِسْمُهُ نَعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَ صَاحِبَ الرَّأْيِ.

অর্থাৎ আবু হানিফা (রঃ) এর নাম ছিল নোমান বিন সাবেত, তিনি বনি তায়মিল্লাহ, সালাবার আজাদকৃত গোলামের মধ্যে একজন গোলাম, হাদীসের ব্যাপারে তিনি জঈফ ছিলেন। এবং তিনি ছিলেন আহলুর রায়। দেখুন ঐ তাবাকাতে ইবনে সায়াদ ৮ম খঃ ৩২২ পৃষ্ঠা। ইবনে সায়াদের ইমাম আবু হানিফা (রঃ) সম্পর্কে এহেন উক্তিটি আপনার কেমন লাগলো মুফতী সাহেব? নিশ্চয়ই ভাল লাগেনি। কারণ ইমাম আবু হানিফা (রঃ) -কে আপনারা এতো ভালবাসেন যার পরিশ্রেক্ষিতে আপনি একদিন বলেছিলেন আমার একটা ছেলে হলে আমি তার নাম রাখব আবু হানিফা। এহেন উক্তিটি করার আগে আবু হানিফা শব্দের অর্থ কি এটা আপনার ভেবে দেখা উচিত ছিল। যাই হোক ইমাম আবু হানিফা (রঃ) সম্পর্কে ইবনে সায়াদ যে উক্তি করেছেন যে তিনি উমুকের আজাদকৃত গোলামের মধ্যে একজন গোলাম ও হাদীসে তিনি জঈফ-একথা কখনও আপনি মেনে নেবেন না। তাহলে, ইবনে সায়াদ বিশিষ্ট তাবেঈ মাকহুল সম্পর্কে একাকী যে উক্তিটি করেছেন, যেটা জমহুরে মুহাদ্দেসিনেরও খেলাপ। সেটা মেনে নিবেন কেমন করে? এরপর মুফতী সাহেব ইমাম যাহারীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, মাকহুল মুদাল্লিস'স (ওস্তাদের নাম গোপনকারী হাদীসের দোষত্রুটি গোপনকারী মোট কথা এক ধরনের ধোকাবাজ) আর হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী মুদাল্লিস ব্যক্তি যদি عن শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং তার বর্ণিত আবু দাউদের হাদীসটি সহীহ হতে পারে না। এবার আসুন ইমাম মাকহুলের عن শব্দ দ্বারা বর্ণিত হাদীস কারা কারা গ্রহণ করেছেন একটু দেখা যাক।

ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিজি, ইমাম বায়হাকী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম ইবনে খুযায়মা, ইমাম ইবনে হিববান, ইমাম খাত্তাবী, ইমাম

হাকেম প্রমুখ ইমাম মাকহুলের عن (আন) শব্দ দ্বারা বর্ণিত হাদীস তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে এনেছেন। মাকহুল যদি মুদাল্লিসই হবেন তাহলে হাদীসের নীতিমালার পরিপন্থী কাজ করে এসব হাদীস সম্রাটগণ কি ভুল করেছেন? কখনও নয়। ইমাম মাকহুলের আন শব্দ দ্বারা বর্ণিত হাদীস যে সমস্ত হাদীস সম্রাটগণ গ্রহণ করেছেন তাদের দৃষ্টিতে ইমাম মাকহুল মুদাল্লিস নন, একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। তাই ইমাম মাকহুলের বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের উপর আপত্তি রেখে যারা বলেন যেহেরী নামাজে সুরা ফাতেহা পড়া লাগবে না তাদের দাবীও সঠিক নয়।

কারণ এ হাদীস সহীহ তা প্রমাণিত। আবু দাউদের এ হাদিস সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবী
 هذا الحديث نص بان قرأه
 فاتحة الكتاب على من صلى خلف الامام سواء جهر الامام بالقرأة
 او خافت بها واسناده جيد لا طعن فيه -

অর্থাৎ এ হাদীস পরিস্কার এবং প্রসিদ্ধ যে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া ফরজ
 তাই সে নামায যোহরের হোক বা আস্তের হোক আর এ হাদীসের সনদ একেবারে
 উচ্চমানের এর উপর কোন সন্দেহ নেই। রেজালের পণ্ডিত হাফেজ ইবনে হাজার এ
 হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন **اخرجه ابو داؤد باسناد رجاله ثقات**

অর্থাৎ আবু দাউদের এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। দেখুন দেয়ায়া ফি
 তাখরিজে আহাদীসিন হেদায়া ১৬৪ পৃঃ।^১

অতএব শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেবের দেওয়া ৫নং হাদীসটি (অর্থাৎ ছুরা ফাতেহা
 ছাড়া মুজাদদীর নামাজ হবে না)। যেটা জুজউল কেরাতের ১৮, ১৯ পৃষ্ঠায়, দারা
 কুতনীর ১ম খঃ ৩২০ পৃষ্ঠায়, বায়হাকীর ২য় খন্ড ১৬৫ পৃষ্ঠা এবং আবু দাউদ ও
 নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে সহীহ। কোরআন সহীহ হাদীস
 অনুসরণকারীদের দাবীও সঠিক।

*** শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেবের দেওয়া ৪নং হাদীসের জবাবের জবাব** এই
 জন্য দেওয়া হল না যে, মুফতী সাহেব হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে শুধু
 আপত্তি তুলেছেন কারণ দর্শান নাই, শুধু বলেছেন রেজাল শাস্ত্রবিদগণের নিকট
 পরিত্যক্ত ব্যক্তি। কি জন্য পরিত্যক্ত তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি দেন নাই।

*** শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেবের দেওয়া ৩নং হাদীসের জবাবের জবাব :** মুফতী
 ওয়াক্কাস আলী সাহেব শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেবের ৩নং হাদীসের জবাব দিতে যেয়ে
 লিখেছেন যে, হাদীসটির অর্থ করতে যেয়ে শায়খ রাসূল (সাঃ) এর নামে অপবাদ
 দানের মাধ্যমে জাহান্নামের ঠিকানা করে নেওয়ার মত অপরাধ করেছেন,

১. মুফতী সাহেব লক্ষ্য করুন ইমাম মাকহুল কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর ওস্তাদ। দেখুন, কেতাবুল
 আছার ৩৫০ পৃষ্ঠা। তাই ইমাম মাকহুলের মত প্রসিদ্ধ তাবেঈকে মুদাল্লিস বলে আপনি আপনার মহামান্য
 ইমাম কেই ছোট করলেন কিনা? ভেবে দেখুন। এবার আসুন “কুরুনে ছালাছা” (অর্থাৎ- সাহাবা, তাবেঈন,
 তাবে তাবেঈন) এই তিন যুগ এর মুদাল্লিস বর্ণনাকারীর বর্ণনাতো আপনাদেরই মাযহাবে সহীহ। যেমন
 ইলাউস সুনান গ্রন্থে এসেছে- التذليل ليس والارسال في القرون الثلاثة لا يضر عندنا.

অর্থাৎ কুরুনে ছালাছা এর মুদাল্লিস ও এরছাল আমাদের (হানাফীদের) দৃষ্টিতে কোন ক্ষতি নাই। দেখুন
 ইলাউস সুনান ১ম খঃ ৩১৩ পৃষ্ঠা। ঐ কেতাবে আরো রয়েছে- قلت فان كان المدلس من ثقات القرون الثلاثة يقبل
 تذليله كارساله مطلقاً .

অর্থাৎ : আমি বলতে চাই, যদি মুদাল্লিস কুরুনে সালাসা এর ভিতরের বিশ্বস্ত লোক হয় তবে তার তাদলিস
 ঐভাবে গ্রহণযোগ্য, যেভাবে তার মুরছাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। দেখুন ইলাউস সুনান প্রথম খন্ড ৩০ ও ১৩৭
 পৃষ্ঠা। তাহলে পাঠকগণের মনে হয় আর বুঝতে বাকী রইল না যে মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব বিশিষ্ট তাবেঈ
 মাকহুল সম্পর্কে যে ত্রুটি তুলে ধরেছেন সেগুলি আদৌ সঠিক নয়।

কারণ উক্ত হাদীস রাসুল (সাঃ) খেদাজ শব্দের অর্থ করেছেন **غَيْرُ تَمَامٍ** অর্থাৎ ‘অপূর্ণ’ আর শায়খ করেছেন “বাতিল”। তারপর লিখেছেন- ‘অপূর্ণ’ আর ‘বাতিল’ কি এক হতে পারে? মুফতী সাহেব আপনার এর জবাবটি দেওয়ার আগে একটু লক্ষ্য করুন- আমি এক জায়গায় লিখেছি- আপনি হানাফী মায়হাবের নিল চশমা পরে হাদীস দেখেন কথাটা একেবারে ফেলাবেন না- আল্লামার নবী খেদাজের অর্থ গয়রু তামাম অর্থ ভাঙ্গাচুরা নামায করেছেন এটা আপনার চোখে পড়েছে কিন্তু আল্লামার নবী খেদাজ শব্দের অর্থ আর কি করেছেন সেটা আপনার চোখে পড়ে নাই তাহলে দেখুন

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقْرَأُ فِيهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ لَمْ تَقْبَلْ.

অর্থাৎ রাসুল (সাঃ) বলেছেন প্রত্যেক ঐ নামায যাতে সূরা ফাতেহা পড়া হয় না ও নামায খেদাজ কবুল হয় না-এখানে খেদাজের অর্থ আল্লামার নবী কবুল হয় না করেছেন- এটা আপনার চোখে পড়ে নাই। হাদীসটি দেখুন ইমাম বায়হাকী কেতাবুল কেরাতের ৫৩ পৃষ্ঠা বর্ণনা করেছেন। এবার আসা যাক আপনার জবাবে।

জবাব : শায়খ মুনিউদ্দিনের দেওয়া হাদীসটি নিম্নরূপ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا أَيْ غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ.

অর্থাৎ : আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত আছে যে রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাজে সূরা ফাতেহা পড়লনা তার নামাজ “খেদাজ” অর্থাৎ তার নামাজ অসম্পূর্ণ (বাতিল, যথেষ্ট নয়)। আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করা হল যে, আমরা ইমামের পিছনে থাকলে তখন কি করব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা মনে মনে পাঠ করবে। (মুসলিম, মেশকাত) হাদীসটির সনদ সহীহ। মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেবের ভুল ধরেছেন **خِدَاج** শব্দের অর্থ নিয়ে। ‘খেদাজ’ শব্দের অর্থ ‘বাতিল’ করে শায়খ নাকি জাহান্নামের ঠিকানা করে নেওয়ার মত কাজ করেছেন। এ ব্যাপারে মুফতী সাহেব শুধু শায়খকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছেন না বরং সাথে সাথে আরও কাদেরকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছেন, পাঠকগণ একটু লক্ষ্য করুন। ইমাম খাত্তাবী একজন

উচ্চঃদরের মুহাদ্দেস। তিনি মুয়ালেমুস সুনান গ্রন্থে খেদাজের অর্থ কি করেছেন দেখুন

فَهِيَ خِدَاجٌ مَعْنَاهُ نَاقِصَةٌ نَقَصَ فَسَادٌ وَبَطْلَانٌ .

অর্থাৎ : খেদাজের মানে হচ্ছে নাকেস, ফাসেদ, বাতিল।

দেখুন - মুয়ালেমুস সুনান শরাহ আবু দাউদ ১ম খঃ ৩৮৮ পৃষ্ঠা। তাহলে মুফতী সাহেব শায়খের সঙ্গে ইমাম খাত্তাবীকেও জাহান্নামের দিকে পাঠালেন কিনা পাঠকগণ বিচার করে দেখুন আল্লাহ মাক্ষ করুন। এবার আসুন ইমাম বায়হাকী খেদাজ শব্দের অর্থ কি করেছেনঃ তিনি লিখেছেনঃ

فَهِيَ خِدَاجٌ الْمُرَادُ بِهِ النُّقْصَانُ الَّذِي لَا يَجْزِي الصَّلَاةَ

অর্থাৎ খেদাজের অর্থ হচ্ছে এমন ক্ষতি, যে ক্ষতির কারণে নামাজ নাজায়েজ হয়ে যায়। অর্থাৎ নামাজ ধ্বংস হয় বা বাতিল হয়। দেখুন কেতাবুল কেরাআত বায়হাকী ২০ পৃষ্ঠা। এরপর তাফসিরে ফতহুল বায়ানের ভিতরে খেদাজের অর্থ এভাবে করা হয়েছে।

إِنَّ الصَّلَاةَ النَّاقِصَةَ الْمُرَادُ بِهِ النُّقْصَانُ لَا يَسْمَى الصَّلَاةَ حَقِيقَةً .

অর্থাৎ নিশ্চয়ই নাকেস নামাজ এমন ক্ষতি যে ক্ষতি নামাজে করলে হাকিকতে সে নামাজকে নামাজই বলা যায়না। দেখুন, ফতহুল বায়ান। পাঠকগণ মোজাদীরা সূরা ফাতেহা না পড়ার কারণে যদি নামাজই 'না' বলা যায়- তাহলে সেটা সঠিক নামাজ না বাতিল নামাজ ভেবে দেখুন। খেদাজ শব্দের অর্থ যে নাকেস, ফাসেদ, বাতিল- তার আরও প্রমাণ দেখতে চাইলে দেখুন, তাফসিরে কুরতুবী ১ম খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠা। শরাহ যুবকানী ১ম খন্ড ১৭৫ পৃষ্ঠা। তানবিরুল হাওয়ালেক ১ম খন্ড ১০৬ পৃষ্ঠা। নায়লুল আওতার ২য় খন্ড ২১৪ পৃষ্ঠা। লেছানুল আরব ২য় খন্ড ৭২-৭৩ পৃষ্ঠা। এ ব্যাপারে বড় পীর আঃ কাদের জিলানী (রঃ) বলেন

فَإِنْ قَرَأْتَهَا فَرِيضَةً وَهِيَ رُكْنٌ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا .

অর্থাৎ ছুরা ফাতেহা পড়া নামাজে ফরজ এবং রকন সূরা ফাতেহা না পড়লে নামাজ বাতিল হয়ে যায়। দেখুন গুনিয়াতুত তালেবিন ৫৩ পৃষ্ঠা। এরপর রেজাল শাস্ত্রবিদ আব্দিল বার কেতাবুল ইসতেজ কার এর ভিতরে লিখেছেন,

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَض) هَذَا مِنَ الْفَقْرِ إِيْجَابُ الْقِرَاءَةِ بِالْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَإِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ

خَدَّاجُ وَالْخَدَّاجُ النُّقْصَانُ وَالْفَسَادُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ أَخَذَجَتِ
النَّاقَةُ إِذَا وَلَدَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْخُلُقَةِ وَذَلِكَ تَنَاجُ فَاسِيدٌ.

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর এই হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রত্যেক নামাজে ছুরা ফাতেহা পড়া ফরজ। আর যে নামাজে ছুরা ফাতেহা পড়া হয়না সে নামাজ “খেদাজ” অর্থ নাকেস, ফাসেদ এই জন্য আরাবীয়ানরা النَّاقَةُ أَخَذَجَتِ এই সময় বলেন, যখন উটনী বাচ্চা পূর্ণ হওয়ার আগেই গর্ভপাত করে। (অর্থাৎ সে বাচ্চা আর উটের বাচ্চা বলা যায়না)। তাই সে অকালে ঝরে যাওয়া বাচ্চাকে যেমন কোন বাচ্চা বলা যায়না, তেমনি ছুরা ফাতেহা না পড়লে সে নামাজকেও নামাজ বলা যায়না। ‘খেদাজ’ মানে যে নামাজ ফাসেদ, নাকেস, বাতিল। তার প্রমাণ মুহাদ্দেসগণ তাদের নিজ নিজ কেতাবে লিখেছেন- তার বিস্তারিত প্রমাণ পেলেন। মুফতী সাহেব ‘খেদাজের’ অর্থ করেছেন ‘অপূর্ণ’। অর্থাৎ নামাজ হবে। তবে ‘কিছু’ ক্রটি থাকবে। হায় আল্লাহ! নামাজ পড়ব তাও যদি ক্রটি থাকে তাহলে সে নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে কিনা তা তো সন্দেহ থাকে, সে নামাজ পড়তে যাব বা কেন? তাহলে ইমামের পিছনে ছুরা ফাতেহাটা পড়ে ঐ ক্রটিটা সেরে নিলে অসুবিধাটা কোথায়? পাঠকগণ, এধরণের কিছু আলেম কিছু সাধারণ সরল প্রাণ মানুষকে কেয়ামতের দিন অশুদ্ধ আমল নিয়ে আল্লাহর দরবারে উঠিয়েই ছাড়বে শেষ পর্যন্ত সাধারণ লোক অশুদ্ধ আমলের কারণে তাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। যতই তারা বলবে হে আল্লাহ আমাদের কোন দোষ নাই এই সব আলেমরা আমাদের এ পথে চালিয়েছিল। তবু আল্লাহ শুনবেননা- দেখুন ছুরা নহল ২৫ নং আয়াত। আমাদের এখনও সতর্ক হওয়ার সময় আছে।

এরপর মুফতী সাহেব লিখেছেন, যাই হোক হাদীসটি সহীহ। তবে হাদীসটির ২টি পার্ট রয়েছে। একটি হল রাসূলের কথা, দ্বিতীয়টি হল আবু হুরায়রার কথা। রাসূলের কথা নামাজ অপূর্ণ, আর আবু হুরায়রার কথা হল মনে মনে পড়া। প্রথম অংশ রাসূলের (সঃ) কথা দ্বারা শায়খের দাবী প্রমাণিত হয়না। কারণ শায়খের দাবী ছুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হয়না। আর হাদীসের দ্বিতীয় অংশ আবু হুরায়রার নিজের কথা যে, তুমি মনে মনে পড়বে। এরপর লিখেছেন, আমরা আবু হুরায়রার উক্তির ২টি জবাব দেব।

১) আবু হুরায়রার কথা দ্বারা শায়খের দলিল হয়না। কারণ আপনারা ছুরা ফাতেহা জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করে পড়েন, আবু হুরায়রা বলেছেন মনে মনে পড়তে, জিহ্বা দ্বারা নয়।

২) আবু হুরায়রার কথা তাঁর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত, কারণ নাছাঈ শরীফে ১ম খন্ড ১০৭ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরীফে ১ম খন্ড ১৭৪ পৃষ্ঠায় আবু হুরায়রা নিজেই বর্ণনা করেছেন যে রাসূল (সঃ) বলেছেন ইমাম যখন কেরাত পড়ে তখন তোমরা চুপ থাক। এক্ষেত্রে রসূলের নির্দেশের বিপরীতে আবু হুরায়রার ব্যক্তিগত নির্দেশকে কোন ক্রমে মেনে নেওয়া যায়না। আর আহলে হাদীস গণের উসুলও তাই। এখানে আপনার উসূলের বিপরীত আমল করে থাকেন।

আবু হুরায়রার ১ম উক্তির জবাব : আবু হুরায়রা বলেছেন

أَقْرَأَ بِهَا فِي نَفْسِكَ

এর অর্থ মুফতী সাহেব করেছেন অন্তরে অন্তরে চিন্তা করা। ‘ইকরাফি নফছিকার’ অর্থ জিহ্বা দ্বারা নয়। এই উল্টো ব্যাখ্যা দিয়ে সহীহ হাদীস অনুসারী মুসলিমদের সঙ্গে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর কথাটার টক্কর লাগিয়ে দিয়েছেন। মুফতী সাহেব যে অর্থ করেছেন ওটা আদৌ সঠিক নয়। أَقْرَأَ بِهَا فِي نَفْسِكَ এর অর্থ হচ্ছে জিহ্বা দ্বারা আস্তে আস্তে পড়া এটাই সঠিক। প্রমাণ-ইমাম বায়হাকী কেতাবুল কেরাআতের ভিতরে লিখেছেন

الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَقْرَأَ بِهَا فِي نَفْسِكَ لَا يَتَلَفَّظُ بِهَا سِرًّا دُونَ الْجَهْرِ بِهَا.

অর্থাৎ أَقْرَأَ بِهَا فِي نَفْسِكَ এর অর্থ হচ্ছে জিহ্বা দ্বারা আস্তে আস্তে পড়া, উচ্চঃস্বরে না পড়া। দেখুন কেতাবুল কেরাআত বায়হাকী ১৭ পৃষ্ঠা। প্রখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমাম নববী أَمَّا أَقْرَأَ بِهَا فِي نَفْسِكَ সম্পর্কে বলেন

سِرًّا حَيْثُ تَسْمَعُ نَفْسَكَ

অর্থাৎ তুমি ইমামের পিছনে ছুরা ফাতেহা আস্তে আস্তে জিহ্বা দ্বারা পড়, এমনভাবে পড় যেন তুমি নিজে নিজে শুনতে পাও। দেখুন, মুসলিম শরাহ নববী ১ম খন্ড ১৭০ পৃষ্ঠা। পাঠকগণ কোথায় ইমাম নববী আর কোথায় মুফতী ওয়াক্কাস আলী।

আল্লামা যুরকানী أَقْرَأَ بِهَا فِي نَفْسِكَ এর অর্থ করেছেন

أَيُّ يَتَحَرَّيْكَهٖ اللِّسَانُ بِالتَّكْلِيمِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ نَفْسُهُ

অর্থাৎ শব্দের সঙ্গে জিহ্বা দ্বারা হরকত করাই হচ্ছে أَقْرَأُهَا فِي نَفْسِكَ এর অর্থ, যদিও নিজের কান পর্যন্ত শব্দটা না আসে। দেখুন যুরকানী ১ম খন্ড ১৭৬ পৃষ্ঠা।

আল্লামা শাওকানী বলেন: تَسْمِعُ نَفْسَكَ أَيُّ إِقْرَاءٍ هَا سِرًّا بِحَيْثُ تَسْمِعُ نَفْسَكَ

অর্থাৎ ছুরা ফাতেহা আস্তে আস্তে পড়, যেন তুমি তোমার অন্তরকে শোনাতে পার। দেখুন নাইলুল আওতার ২য় খন্ড ২০৭ পৃষ্ঠা।

আর তিনিতো একজন হানাফী মাযাহাবের প্রথম সারীর বিদ্বান। এরপর আল্লামা

মোল্লা আলী কারী হানাফী বলেন أَقْرَأُهَا فِي نَفْسِكَ এর অর্থ سِرًّا

غَيْرَ جَهْرٍ এর অর্থ হচ্ছে আস্তে আস্তে পড়া, জোরে নয়। দেখুন মেরকাত ১ম খন্ড

৫২৯ পৃষ্ঠা। দেখুন মুফতী সাহেব আপনি যদি জেগে জেগে ঘুমান তাহলে আপনাকে কেউই জাগাতে পারবেনা। আপনি সবই বোঝেন-এখানে মনে করা বা ভাবা এক জিনিস আর মনে মনে পড়াটা অন্য জিনিস। মনে করা বা ভাবার সঙ্গে জিহ্বা বা ঠোঁটের কোন সম্পর্ক নেই। আর মনে মনে পড়ার সঙ্গে কিন্তু জিহ্বা বা ঠোঁটের সম্পর্ক রয়েছে। আর আবু হুরায়রা (রাঃ) মনে মনে কিন্তু পড়তে বলেছেন মুফতী সাহেব। আবু হুরায়রা (রাঃ) কিন্তু এ কথা বলেন নাই سَمِعَ بِهَا فِي نَفْسِكَ

অর্থাৎ তুমি মনে মনে শুধু শোন। বা একথা কিন্তু বলেন নাই تَفَكَّرَ بِهَا فِي

نَفْسِكَ অর্থাৎ তুমি মনে মনে ধ্যান কর। তিনি মনে মনে কিন্তু পড়তে

বলেছেন। মুফতী সাহেব قرأت “কেরাত” যে জিহ্বার কাজ এটাতো আপনার প্রাণপ্রিয় ফেকা হেদায়াতেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সেটা কি কখনও লক্ষ্য করেছেন? সেখানে লেখা হয়েছে

لَاِنَّ الْقِرَاءَةَ فِعْلُ اللِّسَانِ অর্থাৎ কেরাত হচ্ছে জিহ্বার কাজ দেখুন হেয়াদা ১ম

খন্ড ৯৮ পৃষ্ঠা। এখন বুঝুন কেরাত যদি জিহ্বার কাজ হয় তাহলে আবু হুরায়রার কথা

أَقْرَأُهَا فِي نَفْسِكَ এর অর্থ জিহ্বা দ্বারা মনে মনে পড়া- প্রমাণিত হয় কিনা

ভেবে দেখুন। মুফতী সাহেব এবার আরও একটু লক্ষ্য করুন। আপনাদের আর

একখানা ফেকাহর কেতাবে এ ব্যাপারে কি লেখা হয়েছে। ফেকাহ কেফায়ার ভিতরে লেখা হয়েছে। এই আয়াতটি

فَيُصَلِّيَ اَسْمِعْ فِيْ يَٰ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوْا

তখন ইমাম খোতবায় পড়বে তখন

اَيُّ يُّصَلِّيْ بِلِسَانِهٖ তখন মনে মনে দরুদ শরীফ পড়বে। তারপর মনে মনে দরুদ

শরীফ পড়ার একটা ব্যাখ্যা ও সেখানে দেখুন দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ নিজের জিহ্বা দ্বারা আস্তে আস্তে পড়বে। দেখুন ফেকা-কেফায়া ১ম

খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠা। পরিশেষে মুফতী সাহেব আপনাদের মত মাদ্রাসার শিক্ষক (মুদারিরস)

যারা

اَقْرَأَ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ এর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বেড়ান আপনাদের উদ্দেশ্যে

আপনাদেরই মাথার মুকুট এবং হানাফী মাযহাবের প্রথম সারীর বিদ্বান আপনারা যাকে ভারতের বোখারী নামে ভূষিত করেছেন। সেই ভারতের বোখারী আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রঃ) কি লিখেছেন সেটা আপনাকে উপহার দিয়ে এ বিষয়ে ইতি টানব। তিনি লিখেছেন-

وَأَمَّا مَا قَالَ الْمُدْرَسُونَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْ نَفْسِهِ التَّدَبُّرُ
التَّفَكُّرُ فَلَا يُوَافِقُهُ اللَّغَةُ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مَعْنَى التَّفَكُّرِ لِلْقِرَاءَةِ فِيْ
نَفْسِيْ .

অর্থাৎ এবং যে সকল মুদাররেস গণ

(ইকরারা বিহা ফি নফসিকা) থেকে চিন্তা এবং মনোযোগ অর্থ নিয়েছেন, ঐ অর্থ নেওয়া তাদের আভিধানিক মতে ঠিক হয়নি। কারণ, 'কেরায়াত ফি নাফসিকা' এর অর্থ কোথাও মনোযোগ বা ধ্যান করা প্রমাণিত হয়নি। দেখুন আরফুশ শাজী ১১৭ পৃষ্ঠা।

পাঠকগণ, আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী একজন হানাফী মাযহাবের প্রথম সারীর বিদ্বান ও তাদের মাথার মুকুট। তিনিই মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেবদের মত কিছু

মাদ্রাসার শিক্ষক (মুদাররেস) যারা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষদের বুঝায় তাদের সম্পর্কে একথাগুলি লিখেছেন। যাই হোক উপরিউল্লিখিত দলিলগুলি দ্বারা প্রমাণিত হল যে,

أَقْرَأَ بِهَا فِي نَفْسِكَ ‘একরা বিহা ফি নফসিকা’ এর অর্থ মনে মনে চিন্তা করা

বা মনোযোগ দিয়ে শুধু শোনা- এ ব্যাখ্যা আভিধানিক এবং ইজমায়ে আহলে ইলম, ফুকাহা, মুহাদ্দেসিনে কেরাম শারেহীনে হাদীস দের খেলাপ হওয়ায় মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেবের ঐ ব্যাখ্যা পরিত্যাজ্য। আর সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা হচ্ছে জিহ্বা দ্বারা আস্তে আস্তে পড়া। এটাই হচ্ছে হাদীস এবং আবু হুরায়রার কথার অর্থ। এবং শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেবের কথাও তাই। কোনও পার্থক্য নেই। সহীহ হাদীস অনুসরণকারীগণও জিহ্বা দ্বারা আস্তে আস্তে পড়ে থাকেন। অতএব, মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেবের দেওয়া ১ম জবাব মনগড়া, ভিত্তিহীন ও অগ্রহণযোগ্য বলে পরিত্যাজ্য।

আবু হুরায়রার ২য় উক্তির জবাবের জবাব :

মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব তার ২নং জবাবে লিখেছেন আবু হুরায়রা (রাঃ) কথা বা উক্তি তাঁর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। কারণ নাছাই শরীফের ১ম খন্ড ১০৭ পৃষ্ঠায় ও মুসলিম শরীফের ১ম খন্ড ১৭৪ পৃষ্ঠায়। আবু হুরায়রার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সঃ) বলেছেন, ইমাম যখন কেরাত পড়ে তোমরা তখন চুপ থাক। প্রথমে নাছাই এর হাদীসটির জবাব। নাছাই শরীফের হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ, হাদীসটির বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বিন আজলান ও আবু খালেদুনিল আহমার এ দুজন যঈফ বর্ণনাকারী। দেখুন, তাকবিরুত তাহযিব- ২৫০-৪৯৬ পৃষ্ঠা। ক্রমিক নং ২৫৪৭ ও ৬১৩৬। অপর দিকে ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি একই সূত্রে বর্ণনা করার পর এভাবে মন্তব্য করেছেন।

لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ الْوَحْمُ عِنْدَ نَا مِنْ أَبُو خَالِدٍ

অর্থাৎ আমাদের নিকট হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। বর্ণনাকারী আবু খালেদের একটি অহাম বা সন্দেহযুক্ত বা ভ্রান্ত কথা। দেখুন, আবু দাউদ প্রথম খন্ড ৮৯ পৃষ্ঠা। তাহলে বোঝা গেল মুফতী সাহেব ২নং জবাবে নাছাই শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে তার দেওয়া হাদীসটি সহীহ নয়, যঈফ। এ ব্যাপারে আমি মুফতী সাহেবকে বলব ইমাম যখন কেরাত পড়েন তোমরা তখন চুপ থাক কথাটি আমরাও মেনে চলি কিন্তু কোন ক্ষেত্রে সেটা সামনে আসছে ইন্----। তবে। মেহেরবানী করে যঈফ হাদীস দিয়ে দলিল দেওয়ার অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে সহীহ হাদীস দিয়ে দলিল দেওয়া চর্চা করুন।

এবার সহীহ মুসলিমের হাদীসটির জবাব : হাদীসটি মুসলিম শরীফের প্রথম খন্ডের ১৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে বলে মুফতী সাহেব যেটা লিখেছেন ওটা সঠিক নয়।

হাদীসটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়নি। তবে হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম মুসলিমের সঙ্গে তার লেখকের কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। সেটা হচ্ছে এই যে, লেখক বললেন-ইমাম যখন কিরআত পড়ে মোজাদীগণ তখন পড়বেনা। কথাটা কি সहीহ? তখন ইমাম মুসলিম বললেন- কথাটা আমার নিকট সहीহ অর্থাৎ সবার নিকট সहीহ নয়। এক পর্যায়ে লেখক বললেন- আপনার নিকট যদি সहीহ হয়, তাহলে আপনার কেতাব মুসলিম শরীফে আনছেন না কেন? তখন ইমাম মুসলিম বললেন,-হাদীসটি সहीহ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই যখন একমত নয়, তখন আমি আমার কেতাবে উঠাতে চাইনা। কারণ আমার কেতাবে ঐ সকল হাদীসের স্থান দিয়েছি যেটা সहीহ হওয়াতে সকলেই একমত। দেখুন মুসলিম ১ম খন্ড ১৭৪ পৃষ্ঠা। মুফতী সাহেব মুসলিম শরীফের পৃষ্ঠা নাম্বরতো দিয়েই দিলেন কিন্তু বিষয়টি খেয়াল করার মনে হয় সময় পাননি। যাই হোক ইমাম যখন কেরাত পড়ে- আমরা সहीহ হাদীসের অনুসারীগণ তখন কিন্তু চুপ থাকি এবং শুনি। আমরা সূরা ফাতেহা ইমামের পিছনে তখন পড়ি যখন ইমাম পড়ার পড়ে ছাজ্জা (বিরতি) করেন। প্রমাণ-ইমাম তিরমিযি বলেন

وَأَخْتَارَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الرَّجُلُ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ
بِالْقُرْآنِ قَالُوا يَتَّبِعُ سَكَنَاتِ الْإِمَامِ.

অর্থাৎ হাদীস সম্রাটগণ ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। (ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার ব্যাপারে) যে ইমাম যখন পড়বে তখন মোজাদীগণ কিছু পড়বেনা। আর ইমাম যখন ছাজ্জা করবেন তখন মুজাদীগণ পড়বে। দেখুন তিরমিযি প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৭১। রশিদিয়া, দিল্লী ছাফা। আমাদের কোন মসজিদের ইমাম ছুরা ফাতেহার একটি আয়াত পড়ার পর বিরতি না দিয়ে হানাফী ভাইদের মতো আর একটি আয়াত পড়া শুরু করেন না। আর ঐ বিরতির ভিতরে মোজাদীগণ ঐ আয়াতটি মনে মনে পড়েন। বিশ্বাস না হয় আমাদের কোন ইমামের পিছনে দু'রাকাআত নামাজ পড়ে বিষয়টির সত্যতা প্রমাণ করে দেখবেন? আমাদের মসজিদের ইমামগণ সূরা ফাতেহার একটা একটা আয়াত পড়ার পরে এই জন্য বিরতি দেন বা ছাজ্জা করেন, কারণ এই ছাজ্জা করার কথাটি সहीহ হাদীসে প্রমাণ এসেছে সামনে আসছে ইন--- এদিকে সहीহ হাদীসে এসেছে যে সূরা ফাতেহা ছাড়া মুজাদীর নামাজ হয়না। কেতাবুল কেরাত বায়হাকী ৪৭ পৃষ্ঠা। অপর দিকে কোরআন বলছে, কোরআন যখন পড়ে তখন চুপ থাক এবং শুনি। আরাফ ২০৩।

আবার কোরআন বলছে فَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ অর্থাৎ কোরআন থেকে যা সহজ তা পাঠ কর। এ আয়াত 'আম' হওয়ায় মুজাদীর উপর সূরা ফাতেহা পড়া

ফরজ হয়ে গেছে। দেখুন হানাতী ফিকাহ নুরুল আনোয়ার : ১৯৩-১৯৪ পৃষ্ঠা। ফিকাহ হেদায়াতেও এ আয়াত নামাজে কেবল ফরজ হওয়ার উপর দলিল গ্রহণ করেছেন। দেখুন হেদায়া ১ম খন্ড ৯৮ পৃষ্ঠা। এই সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান একই সময়ে সম্ভব যদি নাকি ছাত্তার হাদীস মেনে চলা যায়। হাদীস শাস্ত্রে ছাত্তার হাদীসের গুরুত্ব এতো বেশি এসেছে যে, এ সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী বলেন-

قَالَ الْبُخَارِيُّ فَإِذَا قَرَأَ فِي سَكَنَةِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلْحَدِيثِ (وَأِذَا قَرَأَ فَأَنْصَتُوا) لِأَنَّهُ يَقْرَأُ فِي سَكَنَاتِ الْإِمَامِ فَإِذَا قَرَأَ أَنْصَتَ .

অর্থাৎ ইমাম বুখারী বলেন- যখন মুজাদী ইমামের ছাত্তার সময় পড়বে তখন “ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক” কথাটির বিরোধীতা হয়না, এইজন্য যে, ইমাম এর ছাত্তার সময় মুজাদী পড়ছে যখন ইমাম পড়ে তখন মুজাদী চুপ থাকে। জুজউল কেব্রাত বোখারী। কেতাবুল কেব্রাত বায়হাকী পৃষ্ঠা ৯১। এর পর ইমাম বায়হাকী আরও লিখেছেন।

إِنَّهُ يَقْرَأُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِذَا أَنْصَتَ فَإِذَا قَرَأَ لَمْ يَقْرَأَ فَإِذَا أَنْصَتَ قَرَأَ .

অর্থাৎ রাসূল (সঃ) এর পিছনে আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন উল আস কেব্রাত পড়তেন তখন যখন রাসূল (সঃ) ছাত্তা করতেন। তারপর রাসূল (সঃ) যখন পড়তেন তখন তিনি নিরব থাকতেন। তারপর রাসূল (সঃ) যখন আবার নিরব থাকতেন তখন তিনি আবার পড়তেন। কেতাবুল কেব্রাত বায়হাকী ৮৬ পৃষ্ঠা। ইমাম বায়হাকী আরও বলেন-

أَهُمْ كَانُوا يَقْرَأُونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِذَا أَنْصَتَ فَإِذَا قَرَأَ لَمْ يَقْرَأُوا وَإِذَا أَنْصَتَ قَرَأُوا .

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেব্রামগণ সকলেই রাসূল (সঃ) এর পিছনে কেব্রাত (সূরা ফাতেহা) পড়তেন তখন, যখন রাসূল (সঃ) চুপ থাকতেন। তারপর যখন রাসূল (সঃ) কেব্রাত পড়তেন তখন সাহাবা গণ চুপ থাকতেন। তারপর আবার যখন রাসূল (সঃ) ছাত্তা

করতেন বা নীরব থাকতেন, তখন আবার সাহাবীগণ পড়তেন। দেখুনঃ কেতাবুল
কেরাত বায়হাকী, পৃষ্ঠা ৬৯। এরপর ইমাম বায়হাকী আর লিখেছেন-

فَلِقِرَاءَةُ الْمَأْمُومِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي سَكَنَاتِ الْإِمَامِ شَوَاهِدٌ صَحِيحَةٌ عَنْ
عَمْرٍو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ .

অর্থাৎ মুজাদ্দীর ইমামের পিছনে ছাজার সময় সূরা ফাতেহা পড়া আমার বিন
সোয়াবের হাদীস যেটা তিনি তার পিতা এবং তিনি (আমর বিন সোয়ায়েবের) দাদা
থেকে বর্ণনা করেছেন তার সকল লক্ষ্য দাতাগণ সবাই বিশ্বস্ত। কেতাবুল কেরাত
বায়হাকী, পৃষ্ঠা ৫৫। সাহাবীগণ ইমামের পিছনে যে সূরা ফাতেহা পড়তেন সেটা
আপনারা বিস্তারিত পেলেন। এবং কখন পড়তে হবে তাও পেয়ে গেলেন। পাঠকগণ
লক্ষ্য করুন ^১لَمْ يَقْرَأُوا অর্থাৎ ইমামের পড়াকালে তোমরা সূরা ফাতেহা

পড়বেনা। তাহলে পড়তে হবে কখন? যেমন বায়হাকীতে এসেছে-

فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي سَكَنَاتِ الْإِمَامِ .

অর্থাৎ মুজাদ্দীগণ সূরা ফাতেহা ইমামের ছাজার সময় পড়বে। কেতাবুল কেরাত
বায়হাকী ৫৫ পৃষ্ঠা। ইমামের পড়ার সময় নয় কারণ সাহাবীদেরকে নিয়ে প্রকাশ্যে
আল্লাহর নবী (সঃ) বলে দিয়েছেন-

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়বেনা তার নামাজই হবেনা।”
দেখুন, কেতাবুল কেরাত বায়হাকী ৪৭ পৃষ্ঠা। অতিরিক্ত শব্দগুলোও সহীহ। দেখুন ঐ
কেতাবের ঐ পৃষ্ঠায়। এখানে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার কথা রাসূল (সঃ)
স্বয়ং বলেছেন। আর আবু হুরায়রা (রাঃ) ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার ধরণটা
শুধু বলেছেন মাত্র যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা কিভাবে পড়তে হবে আস্তে
আস্তে বা মনে মনে পড়তে হবে, জোরে জোরে নয়। তাহলে, এখানে আবু হুরায়রার
কথা আর রাসূল (সঃ) এর কথা দুরকম হলো কোথায়? এ ব্যাপারে আমি মুফতী
সাহেবকে বলতে চাই। কোন হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করার পূর্বে ঐ হাদীস এবং ঐ
হাদীসের আনুষঙ্গিক হাদীসগুলো যেমন ভালভাবে জানা দরকার তেমন ঐ হাদীস
এবং আনুষঙ্গিক হাদীস গুলো সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈ তাবেতাবেঈ সালফে
সালেহীনগণ কে কি মন্তব্য করেছেন তাও ভালভাবে জানা দরকার। তাহলে মন্তব্য
করার ক্ষেত্রে অন্যের ভুল ধরার যেমন সুযোগ থাকবেনা তেমনি নিজেও এক লজ্জাকর

অবস্থার পরিবর্তে সবার নিকট সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার মওকাও মিলবে। এখানে আবু হুরায়রা (রাঃ) নির্দেশ-কখনও রাসূল (সঃ) এর নির্দেশের বিপরীত নয়, এখানে শুধু অভাব হচ্ছে বোধগম্যতার। আবু হুরায়রার নির্দেশও কোনক্রমে তার ব্যক্তিগত নির্দেশ নহে ও রাসূল (সঃ) এর নির্দেশের বিপরীত নহে। আর এটা দিয়ে দলিল দেওয়া আমাদের উচ্চল-এর বিপরীতও হয়নি। এবং এটা আমাদের বিপরীত আমলও হয়নি।

অতএব, পাঠকগণ তাহলে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো যে, শায়খ মুনির উদ্দিন এর দেওয়া ৩ নং সহীহ হাদীসটি সম্পর্কে মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব যে ক্রটি ধরেছেন বা জবাব দিয়েছেন তা মনগড়া এবং ভিত্তিহীন।

*** শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেবের বর্ণিত ২নং হাদীসের জবাবের জবাব হচ্ছে** শায়খের বর্ণিত ৫ নং হাদীসের জবাবের জবাব যেটা প্রথমে দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখুন ৩ জন বর্ণনাকারী সম্পর্কে যে ক্রটি তুলে ধরেছেন তা খন্দন করা হয়েছে। অতএব শায়খের দেওয়া ২নং হাদীসটিও নিঃসন্দেহে সহীহ।

*** শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেবের বর্ণিত ১নং হাদীসের জবাবের জবাবঃ**

মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব শায়খের ১নং হাদীসের জবাব দিতে যেয়ে লিখেছেন- আমরা এই হাদীসের দুইটি জবাব দিব। (১) মুজাদীদ হুকুম হাদীসটির নীতিমালা থেকে ভিন্ন। যেমন রাসূল (সঃ) বলেছেন কবরস্থান বাদে সমস্ত জমিন মসজিদ (মুসলিম)। এখানে যেমন সমস্ত জমিন থেকে কবরস্থান পৃথক করা হয়েছে ঐরূপ রাসূলের হুকুম যে ব্যক্তি নামাজে সুরা ফাতেহা পড়বেনা তার নামাজ হলনা। ওটা থেকে মুজাদীদগণকেও পৃথক করা হয়েছে। এরপর লিখেছেন এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা নয়, এ ব্যাখ্যা রাসূলের একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহর। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নামাজে সুরা ফাতেহা পড়েনা তার নামাজ হলনা, তবে যদি তিনি ইমামের পিছনে থাকেন (তাহলে পড়া লাগবেনা)। তিরমিজি ১ম খন্ড ৭১ পৃষ্ঠা। হাদীসটি হাসান সহীহ। এরপর লিখেছেন, এ ব্যাখ্যা জাবেরের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা নয়। রাসূল (সঃ) এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রমাণঃ রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির ইমাম আছে, ইমামের কেরাতই তার কেরাত। ইবনে মাজা ১ম খন্ড ৬২ পৃষ্ঠা, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ৯৮ পৃষ্ঠা।

জবাব ৪ মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব লিখেছেন হাদীসটি সহীহ। কিন্তু মুজাদীদ প্রতি হুকুম এই হাদীসের নীতিমালা থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ হাদীসটিতে মুজাদীদদের কথা

বলা হয়নি। হাদীসটি এই-لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামাজে সুরা ফাতেহা পড়েনা তার নামাজ হলনা। হাদীসটি বোখারী মুসলিম সহ বহু হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ। এই

হাদীসখানা নাকি মুজাদ্দীর নীতিমালার মধ্যে পড়েনা। আমি মুফতী সাহেবকে বলতে চাই, হাদীসটির মধ্যে ‘لِمَنْ’ ‘লিমান’ অর্থাৎ কোন ব্যক্তির নামাজ হবেনা। ‘কোন ব্যক্তি’ এ ধরণের শব্দ দ্বারা কি ইমাম, মুজাদ্দী, মুনফারের সকল ব্যক্তি বোঝা যায়না? নিশ্চয়ই বোঝা যায়, ‘লিমান’ এর শাব্দিক অর্থের ভিতরে ইমাম, মুজাদ্দী, মুনফারের সবই বোঝায়। আর আপনি কিন্তু তা বোঝেন। কিন্তু দল টিকিয়ে রাখার একটা ব্যাপার স্যাপার আছে না? তাই বুঝেও না বোঝার ভান করেন। অথবা, হাদীসে কোথায় কি বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার আসলে কোন খবর জানা নেই। আর তাই যদি হয়ে থাকে, যে আসলে খবর নাই।^(১) তাহলে এখন শুনুন এই হাদীস খানায় ‘لِمَنْ’ শব্দ থাকার করণে হাদীস সম্মাটগণ, শারেহিনে হাদীসগণ, হানাফী মাযহাবের প্রথম সারীর বিদ্বানগণ কে কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার পর বুঝতে পারবেন হাদীসটি ইমাম, মুজাদ্দী, উভয়ের জন্য প্রযোজ্য কিনা। ঐ দেখুন আল্লামাকাস্তালানী-এই হাদীসের ব্যাখ্যায় শরাহ বোখারীতে লিখেছেন-

أَيُّ كُلِّ رَكْعَةٍ مُنْفَرِدًا أَوْ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا سَوَاءً أَسَرَ الْإِمَامُ أَوْ جَهَرَ.

অর্থাৎ এই হাদীসের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাকাতে একাকি হোক অথবা ইমাম হোক, অথবা মুজাদ্দী হোক, আস্তে পড়ার নামাজ হোক অথবা জোরে পড়ার নামাজ হোক, সুরা ফাতেহা পড়া জরুরী। দেখুন ইমাম কাস্তালানী ইরশাদুস সারী (শারাহ বোখারী) ২য় খন্ড ৪৩৯ পৃষ্ঠা। এরপর আর একজন বোখারীর ভাষ্যকার আল্লামা আইনী হানাফী (রঃ) হাদীসটির ব্যাখ্যায় কি লিখেছেন সেদিকেও একটু লক্ষ্য করুন। তিনি লিখেছেন,

وَفِي حَدِيثِ عِبَادَةَ (رَض) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ وَالْمَأْمُومِ.

অর্থাৎ ওবাদা ইবনে সামের (রাঃ) এই হাদীস ঐ হুকুমের উপর দলিল যে, ইমাম, মুনফারের মুজাদ্দী সবার জন্য সকল নামাজে সুরা ফাতেহা পড়া ওয়াজীব। উমদাতুল কারী (শারাহ বোখারী) ৩য় খন্ড ৬৩ পৃষ্ঠা। এবার শুনুন আমিরুল মুমেনিন ফিল হাদীস ইমাম বোখারী ওবাদার এই হাদীস খানা সম্পর্কে কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার বোখারী শরীফে। তিনি লিখেছেন-

وَجُوبُ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يَجْهَرُ فِيهَا وَمَا يَخْفَأُ.

(১) অথচ আপনি অজ্ঞ জনসাধারণের সামনে এমনভাবে চাল দাবড়ী দিয়ে কথা বলেন বা একের পর এক টাইটেল বাড়িতে থাকেন যে তারা মনে করে হাদীস কোথায় কি বর্ণিত হয়েছে এ ব্যাপারে আপনি বিরাট এটা হোমরা চোমরা পণ্ডিত।

অর্থাৎ ইমাম, মুক্তাদী, সবার জন্য সকল নামাজে কেবল (ফাতিহা) পড়া ওয়াজিব। সে নামাজী মুসাফির হোক, অথবা মুকিম হোক, সশব্দের নামাজ হোক অথবা নীরবের নামাজ হোক। বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ১০৪ পৃষ্ঠা। এ ব্যাপারে জমহুরে মুহাদ্দেসদের কথাও তাই-

وهذا مذهب الجمهور.

অর্থাৎ জমহুরে মুহাদ্দেসিনের (মোহাদ্দেসিনের বড় জামাত) মাযহাব ও ওটাই। দেখুন কাস্তালানী শরাহ বোখারী ২য় খন্ড ৪৩৫ পৃষ্ঠা। এরপর আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী ওবাদার এই হাদীসখানা সম্পর্কে আরও লিখেছেন-

اسْتَدَلَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ عَلِيُّ وَجُوبُ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ خَلَفَ الْإِمَامَ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ.

অর্থাৎ এই হাদীস থেকে ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, ইমাম আওয়াযী, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক, ইমাম আবু ছত্তর, ইমাম দাউদ এরা সবাই ইমামের পিছনে সকল নামাজে সুরা ফাতেহা পড়া ওয়াজেব হওয়ার দলিল গ্রহণ করেছেন। উমদাতুল কারী শরাহ বোখারী ৩য় খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠা। আর ইনিতো হানাফী বিদ্বানদের প্রথম সারীর একজন বিদ্বান। এ ব্যাপারে আল্লামা শাওকানী (রহঃ)

وَزَاهِرُ هَذِهِ الْإِدْلَةِ وَجُوبُ الْقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَبَيْنَ إِسْرَارِ الْإِمَامِ وَجَهْرِهِ.

অর্থাৎ এই হাদীস প্রকাশ্যে প্রমাণ করে যে, সুরা ফাতেহা প্রত্যেক রাকাতে পড়া ওয়াজেব। ইমাম হোক অথবা মুক্তাদী হোক, সশব্দের হোক অথবা নিঃশব্দের হোক সবার উপর সুরা ফাতেহা পড়া ওয়াজেব। নাইনুল আওতার ২য় খঃ ২২০ পৃষ্ঠা। ফতহুল বায়ান ৩য় খন্ড ৪৩৮ পৃষ্ঠা।

لَمْ يَرَأَ L

لَا يَتْرُكُ أَحَدٌ مِنَ الْمَأْمُومِينَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ إِمَامِهِ فِيمَا جَهَرَ
 الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ
 الْكِتَابِ عَامٌّ لَا يَخْصُهُ شَيْءٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) لَمْ يَخْصْ بِقَوْلِهِ
 ذَلِكَ مُصَلِّيًا مِنْ مُصَلِّ قَالُوا فَهَذَا (أَيُّ حَدِيثٍ عِبَادَةٍ) عَلَى عُمُومِهِ
 فِي الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْصْ إِمَامًا مِنْ مَأْمُومٍ وَلَا مُنْفَرِدًا .

অর্থাৎ মুক্তাদীদের ভিতর কেহই ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া ছাড়বেনা যদিও
 ইমাম কেবল জোরে পড়ে। কেননা রাসূল (সঃ) থেকে বর্ণিত لَا صَلَاةَ لِمَنْ

يَقْرَأُ এটা আম কথা এটাকে খাছ করার কোন দলিল নেই। আর রাসূল (সঃ) কোন
 নামাজীর জন্য খাছ করেননি। এজন্য মুহাদ্দেসগণ বলেছেন ওবাদার হাদীস আম
 হওয়ার কারণে ইমাম মুক্তাদী উভয়ই শামিল, কেননা রাসূল ইমাম, মুক্তাদী,
 মুনফারের কাউকে খাছ করেন নাই। দেখুন তাহকিকুল কালাম ৯ পৃষ্ঠা। পাঠকগণ!

মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব لَمَنْ “লিমান” শব্দের অর্থ বোঝেন না তাও কিন্তু নয়।

তিনি সবই বোঝেন। কিন্তু দলীয় মতকে প্রটেকশন ও সাপোর্ট দিতে যেয়ে তিনি
 বুঝেও না বোঝার ভান করেছেন। তাহলে পরীক্ষাস্বরূপ মুফতী সাহেবকে একদিন

বলবেন لَمَنْ “লিমান” শব্দ এখানে لَا وَضُوْ لَمَنْ لَمْ يَغْسِلْ يَدَيْهِ إِلَى الْمَرْفُوقَيْنِ

থাকার কারণে কিন্তু অর্থটা তিনি ঠিকই করবেন যে, কোন ব্যক্তির ওজু হবে না যে
 ব্যক্তি হাত কনুই পর্যন্ত না ধোবেন তাই সে ব্যক্তি ইমাম হোক, মুক্তাদী হোক আর
 মুনফারের (একাকী) হোক। যাই হোক যেখানে ইমাম কাসতালানী, ইমাম বোখারী,
 আল্লামা আইনী, আল্লামা শাওকানী হাফেজ ইবনে আদীলবার এনারা তাদের নিজ

নিজ গ্রন্থে ওবাদা বিন সামীত (রাঃ) এর হাদীসের ব্যাখ্যায় لَمَنْ “লিমান” শব্দ থাকার

কারণে ইমাম, মুক্তাদী, মুনফারের সবাইকে শামিল করেছেন। সেখানে মুফতী
 ওয়াক্কাস আলী সাহেবের মনগড়া ব্যাখ্যার কি মূল্য হতে পারে? অতএব এখানে
 পরিস্কার হয়ে গেল যে এ হাদীসে রাসূল (সঃ) মুক্তাদীদেরকেও ইমামের পিছনে সূরা
 ফাতেহা পড়তে হবে বলেছেন। আর সারা যমিন মসজিদ বলে রাসূল (সঃ) যেমন
 কবরস্থানকে বের করেছেন তেমন সবাইকে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে বলে রাসূল
 (সঃ) মুক্তাদীদেরকে কিন্তু এ হাদীস থেকে বের করেন নাই। এটা তার মনগড়া উক্তি।

এছাড়া, ওবাদাবিন সামেতের হাদীস থানা যে ইমাম মুজাদী মোনফারেদ সবার জন্য সুরা ফাতেহা পড়া ওয়াযেব তা দেখতে চাইলে আরও দেখুন তিরমিজি ১ম খন্ড ২৭ পৃষ্ঠা, গায়াতুল মামুল ১ম খন্ড ১৮৬ পৃষ্ঠা, দারাকুতনী ১ম খন্ড ১২২ পৃষ্ঠা।

পাঠকগণ মুফতী সাহেব যে লিখেছেন, মুজাদীর হুকুম এই নীতিমালা থেকে ভিন্ন। একথাটা যদি সঠিক বলি তাহলে বড় বড় মুহাদ্দেসদের কথা হয়ে যায় বেঠিক। তাদের জগত বিখ্যাত কিতাবগুলোও আলেমদের নিকট হয়ে যায় তুচ্ছ। অতএব কোন মুফতী সাহেবের মনগড়া ব্যাখ্যা কোনক্রমে সঠিক নয়।

এরপর মুফতী সাহেব তিরমিজির উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম আহমাদের উক্তি এনে লিখেছেন এই হাদীসের ব্যাখ্যা রাসূল (সঃ) এর একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী যাবের বিন আব্দুল্লাহ দিয়েছেন। হযরত জাবের (রাঃ) সম্পর্কে ইমাম তিরমিজি এভাবে ইমাম আহমাদের উক্তিটি তার কেতাবে উল্লেখ করেছেন,

وَقَالَ أَحْمَدُ فَهَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ تَأَوَّلَ قَوْلَ نَبِيِّ (ص) لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِقَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِنْ هَذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ.

অর্থাৎ ইমাম আহমাদ বলেছেন, যিনি হাদীসটির এভাবে ‘তাবিল’ করেছেন তিনি রাসূল (সঃ) এর একজন সাহাবী। তিনি রাসূল (সঃ) এর কথা (তাবিল) করেছেন যে, যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা নামাজের ভিতরে পড়বেনা তার নামাজ হবেনা তবে যদি সে একাকি হয়। ইমাম তিরমিজি ইমাম আহমাদের এই উক্তিটি বর্ণনা করার সাথে সাথে ইমাম আহমাদের আরও একটি উক্তির কথা উল্লেখ করেছেন সেটা কিন্তু মুফতী সাহেব গোপন করেছেন ইমাম তিরমিজি লিখেছেন-

وَإِخْتَارَ أَحْمَدُ مَعَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ لَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ.

অর্থাৎ তিরমিযি বলেন ইমাম আহমাদ কিন্তু সুরা ফাতেহা পড়াটাকেই পছন্দ করেছেন, যদিও সে ইমামের পিছনে হয়। দেখুন তিরমিযি ১ম খন্ড ৪২ পৃষ্ঠা। তাহলে ইমাম তিরমিযি যার উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত জাবেরের তাবিলটি তুলে ধরেছেন সেই আহমাদ বিন হাম্বল কিন্তু নিজেই জাবেরের তাবিলটি পছন্দ করেন নাই সেটা প্রমাণিত হল। এর অনেক কারণও রয়েছে। তার একটি হচ্ছে হযরত যাবের (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করেছেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَنَا نَقَرَاءُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْآخِرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

অর্থাৎ হযরত জাবের (রাঃ) বলেন আমরা ইমামের পিছনে জোহর ও আছরের প্রথম ২ রাকাতে সুরা ফাতেহা এবং আরো একটি সুরা পড়তাম এবং ২য় রাকাতাতে সুরা ফাতেহা পড়তাম। কেতাবুল কেরাত ২য় খন্ড ১৬০-১৭০ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজা ১ম খন্ড ৬১ পৃষ্ঠা, সুনানে কুবরা বায়হাকী ২য় খন্ড ১৭০ পৃষ্ঠা। এ হাদীসটির সকল বর্ণনাকারীগণ বোখারী-মুসলিমের বর্ণনাকারী। এবার আসুন হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার পক্ষের লোক ইমাম তিরমিজি সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইমাম তিরমিজি বলেন-

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعُمَرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَغَيْرُهُمْ.

অর্থাৎ ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পাঠে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামগণ এই হাদীসের উপর আমল করেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের ভিতর হযরত ওমর, হযরত ^{আলী}যাবের বিন আব্দুল্লাহ, ইমরান বিন হুসাইন, আরও অনেকে। দেখুন তিরমিজি ১ম খন্ড ২৬ পৃষ্ঠা। (মিসরী ছাপা) এদিকে ইমাম তিরমিজি হযরত যাবের রসুলের হাদীসটির 'তাবিল' করেছেন বলেছেন। (একটা সরল সোজা অর্থকে ঘুরিয়ে আর এক দিকে নিয়ে যাওয়ার অর্থকেও কিন্তু 'তাবিল' বলা হয়। দেখুন আল কাউসার বাংলা আরবী অভিধান ৯৮ পৃষ্ঠা)। এই জন্য মুহাদ্দেসগণ হযরত যাবেরের তাবিল গ্রহণ করেন নাই। অপর দিকে ওবাদা বিন সামেতের হাদীস খানার ব্যাখ্যা তো হযরত উবাদাহ নিজেই দিয়েছেন হযরত যাবেরের তাবিল করার বা নিজের ব্যাখ্যা দেওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসেনা- যে মজলিসে আল্লাহর নবী হাদীস খানা বয়ান করেছিলেন সে মজলিসে হযরত উবাদা নিজেইতো উপস্থিত ছিলেন তিনি বলেন

قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَتَقَلَّتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّْا فَرَّغْ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ

إِمَامَكُمْ قُلْنَا نَعَمْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ উবাদা (রাঃ) বলেন আমরা একদিন ফজরের নামাজ রাসূল (সাঃ) এর পিছনে পড়তেছিলাম তখন রাসূল (সাঃ) এর কেরাতে কষ্ট হয়ে গেল। যখন তিনি নামাজ থেকে ফারোগ হলেন তখন আমাদের বললেন তোমরা যেন ইমামের পিছনে কিছু পড়ছিলে? আমরা বললাম হ্যাঁ ইয়ারাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমরা পড়ছিলাম। সেই সময় রাসূল (সাঃ) বললেন তোমরা ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা ছাড়া কিছুই পড়বেনা। কেননা যে ব্যক্তি নামাজে সুরা ফাতেহা পড়বেনা তার নামাজ হবেনা। দেখুন আবু দাউদ ১ম খন্ড ১১৯ পৃষ্ঠা। এ ব্যাপারে উবাদার প্রকাশ্য ব্যাখ্যা আছে বলে মুহাদ্দিসগণ হযরত যাবেরের তাবিলটি গ্রহণ করেন নাই। এর পর মুফতী সাহেব লিখেছেন হযরত যাবের যে (তাবিল বা) ব্যাখ্যা দিয়েছেন এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা নয় বরং রাসূল (সাঃ) এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন হযরত যাবের থেকে বর্ণিত আছে-

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً.

অর্থাৎ “রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তির ইমাম আছে ইমামের কেরাতই তার কেরাত” তার মানে কি? ইমামের কেরাত ইমামেরই কেরাত? না ইমামের কেরাতই মুক্তাদীর কেরাত। তার স্পষ্ট কোন উল্লেখ না থাকায় বিষয়টি বিতর্কিত। আমি বলব ইমামের কেরাতটি ইমামেরই কেরাত। আর মুফতী সাহেব বলবেন ইমামের কেরাতই মুক্তাদীর কেরাত। পাঠকগণ ভেবে দেখুন এখানে আমার কথাটা যুক্তিযুক্ত কিনা? কারণ ‘লাহ্’ সর্বনামটির ইঙ্গিত নিকটতম বিশেষ্য ইমামের দিকে হওয়াটাই ব্যাকরণের দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত।

অতএব ইমাম সুরা ফাতেহা পড়লে তা কেবল ইমামের জন্যই হবে। উদাহরণস্বরূপ:-

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَزَوَّجَهُ الْإِمَامُ لَهُ زَوْجَةً.

অর্থাৎ যার ইমাম আছে উক্ত ইমামের স্ত্রী তার জন্য স্ত্রী হবে। কিন্তু এ বাক্যের অর্থ ইমামের স্ত্রী মুক্তাদীদের স্ত্রী যেমন বলা যাবেনা-অনুরূপ ইমামের কেরাত মুক্তাদীদের কেরাত বলা যাবেনা। ইমামের রুকু মুক্তাদীদের রুকু বলা যাবেনা। অপরদিকে এটা একটি আম কথা অর্থাৎ হাদীসটিতে আম কেরাতের কথা বলা হয়েছে। সুরা ফাতেহার কোন নাম গন্ধও নেই।

এখন আসল কথায় আসা যাক। এই হাদীসটি যিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি অন্য আর এক যাবের। ইনি হচ্ছেন যাবেরুল যুফি। তিনি কেমন ধরণের বর্ণনাকারী এবার একটু লক্ষ্য করুন। তার সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেন-

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مَا رَأَيْتُ أَكْذَبُ مِنْهُ.

অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা বলেন যাবেরুল যুফির মত মিথ্যুক আমি আর কখনও দেখিনি। দেখুন হেদায়া মায়া দেওয়া ১ম খন্ড ১২০ পৃষ্ঠা।

এই হাদীসের বর্ণনাকারী এতো বড় একজন মিথ্যাবাদী রয়েছে আমার ভাবতেও অবাক লাগে। মুফতী ওয়াক্কাস আলী ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া লাগবেনা এই মর্মে একটি লিফলেট ছেড়েছেন তার নাম করণ করেছেন। ঐ যাবেরুল যুফির মত কাজ্জাবের বর্ণিত হাদীসটি দ্বারা এভাবে, কোরআন ও ছহি হাদীসের আলোকে ইমামের কেয়াতই মুজাদির কেয়াত। এদিকে ইমাম তিরমিযি যাবেরুল যুফি সম্পর্কে বলেন-

جَابِرُ الْجَعْفِيُّ قَدْ ضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ تَرْكَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا.

অর্থাৎ যাবেরুল যুফিকে অনেক মুহাদ্দিস বর্জন করেছেন যেমন, ইহাইয়া বিন সাইদ আব্দুর রহমান বিন মাহদী আরও অনেকে। দেখুন তিরমযি ৪৮ পৃষ্ঠা। অতএব সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে ইবনে মাযার যাবের বিন আব্দুল্লাহর হাদীস সহীহ নহে।

এদিকে যাবেরুল যুফির সূত্রটি যে সহীহ নয় তা কিন্তু মুফতী সাহেব জানান দেখুন তার লিফলেটের ৩য় পৃষ্ঠার ২য় লাইনে। (মূল কপি) এ ব্যাপারে রেজালের পন্ডিত ইমাম ইবনে হাযার বলেন হাদীসটি যতগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সবগুলো সূত্র দোষ

যুক্ত। যে কারণে হাদীসটি সকলের নিকট যঈফ وَأَنَّهُ ضَعِيفٌ عِنْدَ جَمِيعٍ

الْحِفَازُ

অর্থাৎ হাদীসটি সকল হাদীস সম্রাটদের নিকট যঈফ। দেখুন ফতহুল বারী ২য় খন্ড ৬৮৩ পৃষ্ঠা। এরপর মুফতী সাহেব বলেছেন আবু যুবায়েরের সূত্রটি নাকি সহীহ। তারপর লিখেছেন আহলে হাদীসদের দাবী হাসান বিন সালেহ এর সঙ্গে আবু যুবায়েরের সাক্ষাত হয় নাই। কথাটি মুফতী সাহেব সঠিক বলেন নাই। হাসান বিন সালেহকে আবু যুবায়েরের নিকট হতে এ ব্যাপারে শ্রবণের দাবী কোরআন ও সহী হাদীসের দাবীদারগণ মোটেই করেন নাই। তিনি নিজে নিজেই মনগড়া প্রশ্ন করে

নিজে নিজেই মনগড়া উত্তর দিয়েছেন। মুফতী সাহেব আরও বলেছেন আবু যুবায়েরের মৃত্যুর সময় হাসান বিন সালেহের বয়স ছিল ২৮ বৎসর ওদের দু'জনের ভিতর সাক্ষাত হওয়া অসম্ভব কিছুনা। বাস ওটাই ধরে নিতে হবে সাক্ষাত। কিভাবে সাক্ষাত হল, কোথায় সাক্ষাত হল তার কোন প্রমানের প্রয়োজন নেই। ২৮ বৎসর হলেই সাক্ষাত সম্ভব এর নাম গো-যা- মিল। এবার পাঠকগণ লক্ষ্য করুন। মুফতী সাহেবরা মাযহাবী বা দলীয় গোড়ামির কারণে যাবেরুল যুফির হাদীসটির ভিতরে কেমন ভাবে সুস্ক চুরির পথ অবলম্বন করেছেন। মুফতী সাহেব তার জবাবের ওয় পৃষ্ঠার প্রথম লাইনে লিখেছেন হাসান বিন সালেহ যাবেরুল যুফি ও আবু যুবায়ের এই দুই সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাই যাবেরের সূত্রটি সহীহ না হলেও আবু যুবায়ের সূত্রটি নাকি সহীহ। পাঠকগণ হাসান বিন সালেহ যাবের ও আবু যুবায়ের এই দুই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটা একটা প্রতারণা। কারণ তাই হলে ইব্বারাত হবে এভাবে

حسن بن صالح عن جابر وعن أبي زبير

অর্থাৎ হাসান বিন সালেহ যাবের এবং আবু যুবায়ের (দুই জন) থেকে শুনেছেন কিন্তু আসলে এখানে মূল কেতাবে যাবের ও আবু যুবায়েরের মাঝে কিন্তু (و) “ওয়াও” নাই। মূল কেতাবে ইব্বারাত এভাবে

حسن بن صالح عن جابر عن أبي زبير

শুনেছেন যাবের থেকে যাবের শুনেছেন আবু যুবায়ের থেকে এ ইব্বারাতটি দেখুন মূল কেতাব মিসরী ছাপা ইবনে মাজায় পাবেন। এখানে যাবের এবং আবু যুবায়েরের মাঝে একটা ‘ওয়াও’ সুস্কভাবে ঢুকিয়ে সংযোজন করা হয়েছে। যাবের ও আবু যুবায়েরের মাঝখানে একটি ‘و’ ‘ওয়াও’ ঢুকাতে পারলে অর্থ দাঁড়াবে হাসান বিন সারেহ শুধু যাবেরুল যুফির মত মিথ্যাবাদীর নিকট হতে শুনে নাই যাবের এবং আবু যুবায়ের দুজন থেকেই শুনেছেন। এখানে যাবের মিথ্যাবাদী হলেও আবু যুবায়ের তো মিথ্যাবাদী না। হাদীসটি সহীহ বানানোর একটি কৌশল করা হয়েছে। ভারতের হানাফী প্রেসে আরবী ইবনে মাযায় এটা ঢুকানো হয়েছে- যেটা বর্তমান মাদ্রাসায় পড়ান হয়। আমার কথার সত্যতা প্রমাণে দেখুন বাংলা ইবনে মাযা যেটা বের করেছে ইসলামী ফাউন্ডেশন-বাংলাদেশ তাতে কিন্তু ‘ওয়াও’ সংযোজন করা হয় নাই। এজন্য মুফতী সাহেব ভক্তদেরকে বলেন বাংলা হাদীস কেউ দেখবেননা। যাই হোক এখন পাঠকগণ ভেবে দেখুন কোরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী কিছু আল্লাহর বান্দা (যারা গায়ের মুকান্দি মুসলিম আহলে হাদীস নামে পরিচিত, যারা এহেন বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাজপথে মিছিল দিয়ে সংশোধনের নারা লাগান) দুনিয়ায় না থাকলে হাদীসের অবস্থা কি হত। মাযহাব বা দল টিকিয়ে রাখার গোলক ধাঁধায় পড়ে হাদীসের শব্দ চুরির আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেবের লেখা

তারাবী ৮ রাকাত নহে ২০ রাকাত নামক লেখনির জবাবের ৩৩ নং পৃষ্ঠায় (চতুর্থ সংস্করণ)। যেটার বিরুদ্ধে গায়ের মুকাল্লিদ মুসলিমরা প্রকাশ্য দিল্লির রূপথে সংশোধনের জন্য মিছিল বের করেছিলেন। সেখানে পাবেন বিস্তারিত।

এরপর মুফতী সাহেব এই হাদীসের জবাব নং ২ এর লিখেছেন সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হয় না। হাদীসটির সব ধরনের মুসল্লীদেরকেই সামিল করে। (অর্থাৎ ইমাম হোক মুজাদ্দী হোক সবাইকে) কিন্তু হাদীসের যেমনি ভাবে সন্তানের মাল পিতার মাল বলা হয়েছে তেমনি ভাবে ইমামের কেরাত পাঠকে মুজাদ্দীর কেরাত পাঠ বলা হয়েছে। এই উদূর পিছু বুধুর ঘাড়ে দেওয়ার পর লিখেছেন এটা নাকি তাদের কেয়াস নয়- প্রমাণ ঐ জাবেরুল যু'ফির (মত কাজ্জাবের) হাদীস। পাঠকগণ যত যঈফ, জাল, প্রত্যাশিত বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদীস হচ্ছে মুফতী সাহেবদের মাযহাব টিকিয়ে রাখার দলিল।

এরপর মুফতী সাহেব শেষে বড় হাস্যকর ব্যাপার লিখেছেন যে, ‘সুতরাং আমরা শায়খের বর্ণিত ১নং হাদীসের উপর আমল করি এবং সুরা ফাতেহা ছাড়া মুজাদ্দীর নামাজ হয় না তাও মানী তবে উপরিলিখিত ঐ জাবেরুল যু'ফির হাদীসের ভিত্তিতে বলি ইমামের কেরাতই মুজাদ্দীর কেরাত। সাব্বাস মুফতী সাহেব সাব্বাস আপনি হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হওয়ার যোগ্য। যাই হোক পাঠকগণের মনে হয় আর বুঝতে বাকি থাকলনা যে শায়খ মুনির উদ্দিন সাহেবের দেওয়া হাদীসগুলো সংসারীত ভাবে সহীহ বা সঠিক। আর মুফতি ওয়াক্বাস আলী সাহেব হাদীসগুলো খন্ডনের নামে যা কিছু লিখেছেন তা একটাও গ্রহণযোগ্য দলিল নহে বলে পরিত্যাজ্য। এখন পাঠকগণ ভেবে দেখুন ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া শুরু করবেন কি না আমার মনে হয় কোন মাযহাবে কি বলছে। কোন ইমাম কি বলছেন, কোন বড় হুজুর কি বলছেন এটা না দেখে রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী সুরা ফাতেহা ইমামের পিছনে পড়ে নামাজ সহীহ করে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়াটাই শ্রেয়। সুরা ফাতেহা ইমামের পিছনে না পড়লে মুজাদ্দীর নামাজ হয়না। এ বিষয়ে অসংখ্য দলিল রয়েছে তা থেকে প্রায় দুইশত বারোটি দলিল মুফতী ওয়াক্বাস আলী সাহেবের লেখা ইমামের কেরাতই মুজাদ্দীর কেরাত নামক লেখনির জবাবে আমি এনেছি। বইটির নাম ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার দলিল আকাশের নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল। বইটি আবারও দেখার অনুরোধ রেখে শেষ করছি। হে আল্লাহ সকল মুসলমানদেরকে সহীহ হাদীসের উপর আমল করার তৌফিক দিন ‘আমীন’ والسلام

- মাওলানা আব্দুস সাত্তার কালাবগী

লেখকের প্রকাশিত বই

- ★ সহীহ হাদীসের আলোকে রাসুল (সঃ)-এর নামায ।
- ★ তারাবী নামায ২০ রাকাত নামক লেখনির জবাব ও সহীহ হাদীসের আলোকে তারাবী নামায ৮ রাকাত ।
- ★ ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া প্রসঙ্গে মাওলানা ওয়াক্কাস আলী সাহেবের (রেজালের উদ্ধৃতি দিয়ে) দেওয়া জবাব এর জবাব ।
- ★ রুকু পেনে রাকাত হবে নামক লেখনির জবাব ও রুকু পেনে রাকাত-হবে না প্রমাণস্বরূপ ২৯ টি দলীল ।
- ★ ইমামের কিরাআতই মুজাদ্দীর জন্য কেৱাত নামক লেখনির জবাব ও ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার দলীল আকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল, প্রমাণস্বরূপ ২১২টি দলীল ।
- ★ বিশ্বনবী (সঃ)-এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর জবাব ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিশ্বনবীর নামায (সঃ) ।
- ★ জুম'আর দিন মসজিদে আযান দু'টি হবে না একটি ? (ওসমানী আযান ও তার কারণসমূহ)
- ★ নামাযে গুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় রফউল ইয়াদাইন করিতে হইবে-নামক দলীলের জবাব ও রফউল ইয়াদাইন রাসূল-(সঃ)-এর জীবন্ত সুনাত প্রমাণস্বরূপ ৮০টি দলীল ।
- ★ নামাযে হাত নাভির নীচে বাঁধতে হবে নাম দলীলের জবাব ও নামাযে হাত বকের উপর বাঁধা সুনাত । প্রমাণস্বরূপ ১৮টি দলীল ।
- ★ নামাযে 'আমীন' নীরবে বলতে হবে নামক দলীলের জবাব ও নামাযে 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলতে হবে । প্রমাণস্বরূপ ৩৯টি দলীল ।

ইনশাআল্লাহ প্রকাশের পথে

- ★ (আহ্লে হাদীস কর্তৃক) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উপর মিথ্যা ভিত্তিহীন অভিযোগের জবাব নামক লেখনির সমুচিত জবাব ।
- ★ মুসাফাহ দুই হাতে না চার হাতে ।
- ★ তৌহীদের মর্মকথা ।
- ★ সহীহ হাদীসের আলোকে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ কোরআন মাজীদের অনুবাদ ।

লেখকের পূর্ণ ঠিকানা

মাওলানা আবদুস সাত্তার কালাবগী

গ্রাম ও পোষ্ট : কালাবগী, থানা : দাকোপ
জেলা : খুলনা, মোবাইল : ০১৭২০-৪৭৯৮৭৬, ০১৯৩৮-০২৩২০৬